بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রথম খন্ড

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তাছাওউফ শিক্ষা

১ম খন্ড

তাছাওউফ, অত্র কিতাব ও কিতাবখানার লিখক সম্পর্কে প্রাথমিক বিশেষ জরুরী বক্তব্য

শরীয়তে জাহেরা ফিক্বাহের ন্যায়, আবশ্যক পরিমাণ ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করাও প্রত্যেক মোসলমান নর-নারীর জন্য ফরজে আইন।

কুরআন-হাদীছ মতে তাছাওউফ (অন্তরশুদ্ধি) অর্জন না করিলে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাছবীহ্, জিকির, তাবলীগ, জিহাদ, দান-খয়রাত, মানবসেবা ও সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগী ও সর্বপর্যায়ের সৎকার্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বে-কার ও নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

এমনকি তাছাওউফ অর্জন না করিয়া বরং তৎপরিবর্তে রিয়া, হাছাদ ইত্যাদি কুরিপু সমূহ অন্তরে পোষণ করা অবস্থায় এবং ইখলাছ বর্জন করতঃ ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হইয়া গেলেও দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই দাবী শুধু মৌখিক দাবী নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে ইহা কুরআন–হাদীছেরই স্পষ্ট মর্ম কথা ।

অতএব, অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন-হাদীছে তাছাওউফের এরূপ চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রায় সমগ্র দুনিয়া হইতে তাছাওউফের সঠিক শিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইল্মে তাছাওউফ সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণা ও চর্চা বর্তমান দুনিয়া ব্যাপী চালু আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে কুরআন কিতাবের মোয়াফেক নহে বরং অধিকাংশ দিক দিয়াই উহা কুরআন-হাদীছ ও মাজহাবের কিতাবের খেলাফ।

তবে বিশেষ শান্তনা ও খুশির বিষয় এই যে, উপরোক্ত মহা চরম দুর্যোগপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও খাছ রহমতে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম **মুজাদ্দিদ ও নায়েবে রাছুল মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)** (দুধল, বরিশাল) সমগ্র জীবন ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও বিরামহীন সাধনায় কুরআন-হাদীসের বিলুপ্ত অর্ধেক আমলী ফরজ বিদ্যা, সঠিক ইলমে তাছাওউফকে (ইল্মে ক্বলবকে) পুনরুদ্ধার করিয়া উহার জন্য বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র তাছাওউফের মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং উক্ত তাছাওউফ সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ অত্র ১৫ খন্ড কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন।

অতএব, বর্ণিত মরহুম মুজদ্দিদে আ'জম (রহঃ) এর উপরোল্লিখিত দ্বীনি খেদমত সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য, বরং সমগ্র বিশ্বাবাসীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যিই কল্পনাতীত পর্যায়ের এক বিরাট অনুগ্রহ ও খাছ রহমাত।

যেহেতু, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন থেকে নিয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী ব্যাপী সর্বস্তরে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও ধর্মবিরোধী দুষ্কার্যসমূহের অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, জুলুম, সন্ত্রাস, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, অন্যায় ভাবে মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ-

বিগ্রহ, বিশৃংখলা, পাপ ইত্যাদির মূল ও উৎপত্তির স্থল হইয়াছে অন্তরের বিধ্বংসী কু-রিপু সমূহ। অর্থাৎ তাছাওউফ বা অন্তরশুদ্ধি অর্জন না করিয়া বরং তাছাওউফ বা অন্তর শুদ্ধি থেকে দূরে থাকাই উপরোক্ত সব কিছুর প্রধান ও মূল কারণ।

আর অন্যদিকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মহা সৌভাগ্য ও শান্তি অর্জন করা এবং চিরস্থায়ী জগতে ভীষন দোযখের কঠিন আজাব-গজব থেকে নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া চিরসুখময় অমরপুরী বেহেশ্ত উদ্যানে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার লাভ করা একমাত্র পূর্ণাংগ দ্বীন-বিশেষতঃ তাছাওউফ বা অন্তর শুদ্ধির উপরই নির্ভরশীল।

অতএব, সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মদী ও বিশ্ববাসীর পক্ষে একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য হইল, এই অনুগ্রহ ও খাছ রহমাতের ক্বদর ও শুকরিয়া আদায় করা। মহান আল্লাহ্ সকলকে তাওফিক দান করুন, আমীন।

ইতি ঃ আঃ শাকূর।

بسم الله الرحمن الرحيم

মুজাদ্দিদে আ'জম নায়েবে রাসূল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ছূফী মুহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত কতিপয় অত্যন্ত জরুরী কিতাব।

-ঃ বাংলা তাফ্সীর ঃ-
[পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষা]

সর্বস্তরের বাঙ্গালী মুসলমানদের বোধগম্য সরল বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের মৌলিক শিক্ষার আলোচনা। ইহা পাঠে সমাজের ইসলাম সংক্রান্ত বহু ভুল ধারনা দূর হইয়া অন্তর হেদায়াতের আলোতে উদ্ভাসিত হয়।

কুরআন শরীফের এরূপ সহজ ও সংক্ষিপ্ত মৌলিক শিক্ষার বর্ণনার তাফ্ছীর গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা যায় না। উক্ত গ্রন্থখানা সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্পনাতীত পর্যায়ের এক বিরাট নেয়ামত। ইহা সকলের জন্যই বিশেষ জরুরী পাঠ্য।

-ঃ শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম ঃ-

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শিক্ষা বহু পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র আংশিকভাবেই উক্ত শিক্ষা বর্তমানে আছে এবং সর্বত্র উক্ত আংশিক শিক্ষাকেই মুক্তির পথ বলে প্রচার করা হচ্ছে। ফলে ধর্মপ্রাণ মোছলমানদেরকে বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিক্ষেপ করে তাদের ইহ্ ও পরকাল ধ্বংস করা হচ্ছে। অতএব, এই সকল বিভ্রান্তির জঞ্জাল থেকে রাছূলুল্লাহ্ (ছঃ) এর সঠিক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামকে সুদীর্ঘ জীবনের কঠোর সাধনায় মুজাদ্দিদে দ্বীন নায়েবে রাছূল মরহুম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) ছাহেব পুনরুদ্ধার করে বর্ণিত "শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম" নামক কিতাবের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মূল শিক্ষা ইবাদাত, মোআ'মালাত, মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত। উক্ত প্রত্যেক ভাগে দশ প্রকার করে মৌলিক মাছ্য়ালা আছে। অতএব, বর্ণিত চল্লিশ প্রকারের মৌলিক মাছয়ালাই শরীয়ত কিতাবের আলোচ্য বিষয়। এই **কিতাবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাকে যে ভাবে অতি সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে** বিশ্ব মুছলমানদের মহাকল্যানের জন্য তুলে ধরা হয়েছে, **সমগ্র পৃথিবীতে উক্ত সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত পর্যায়ের দ্বিতীয় কোন কিতাব আছে বলে আমাদের জানা নেই।**

কিতাবখানা প্রত্যেক মোছলমানের জন্য যে কি পরিমান মহা উপকারী ও মহা জরুরী তাহা ভাষায় প্রকাশ করাও সুকঠিন। উহা প্রত্যেক তাছাওউফ শিক্ষার্থীগণের জন্য অতি জরুরী পাঠ্য।

-ঃ ইসলাম শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ঃ-

প্রথম খন্ডে পাইবেন- বর্তমান যামানায় ইসলাম ধর্ম বা শরীয়ত পূর্ণভাবে আছে কি-না ? যদি বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তবে কাহাদের কারণে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা কাহারা ? তাহারা কত ভাগে বিভক্ত হইয়া ইসলাম ধর্মকে নষ্ট বা বিলুপ্ত করিয়াছে, এই সকল প্রশ্নের জওয়াব।

দ্বিতীয় খন্ডে পাইবেন– ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচ করার দরকার আছে কি না? যদি দরকার থাকে, তবে কুরআন মজীদে তাহার আদেশ আছে কি না ?

ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য কুরআন মজীদে যে আদেশ আছে, সে আদেশগুলি কাহাদের কারণে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ? যাহাদের দ্বারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা কাহারা ? ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ ।

–ঃ ইজ্‌হারে হক ঃ–

প্রথম খন্ড হইতে ৭ম খন্ড পর্যন্ত–আলোচিত হইয়াছে সমাজের দ্বীন সংক্রান্ত বহু ভুল ধারণার কথা। শয়তান মুছলমান সমাজকে ইসলাম করাইবার নামে বহু ধোকার জাল বিস্তার করিয়া তাহাতে লিপ্ত রাখিয়াছে; যাহাতে সমাজ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা না করিয়া **ইহকাল ও পরকালে ধ্বংস হইয়া যায়।** এই কিতাবগুলি পাঠ করিলে শয়তানের ঐ সকল ধোকাজাল চোখের সামনে পরিস্কারভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ও মহা ধ্বংস সাধনকারী কু-রিপু **"গুরুর বা মুগালাতা"** হইতে মুক্তি অর্জন সম্ভব ও সহজ হয় এবং অন্যদিকে দ্বীনের উপর মজ্‌বুতী ও ছহীহ আক্বিদা গঠিত হয়।

–ঃ তাব্‌লীগ ঃ–

তাব্‌লীগ প্রথম খন্ড হতে ৫ম খন্ড পর্যন্ত। ইহাতে আলোচিত হইয়াছে তাব্‌লীগ কাহাকে বলে ? ইহা কত প্রকার ও কি কি ? কোন প্রকারের তাব্‌লীগ কাহাদের জন্য **করণীয় ? 'তাব্‌লীগ' সম্পর্কে** শয়তান সমাজকে কি কি মারাত্মক ধোকায় ফেলিয়াছে ? কাহারা খাঁটি নায়েবে রাসূল, আর কাহারা খাঁটি নয়**, কাহারা 'তাব্‌লীগ' ঠিকভাবে করিতেছেন ও কাহারা 'তাব্‌লীগের' নামে ইসলাম ধ্বংস করিতেছে ?** সমাজের করণীয় কি ? দলীল আদিল্লাহসহ ইত্যাদি বহু বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা। প্রত্যেক মুছলমানের জন্য অবশ্য পাঠ্য ।

–ঃ পর্দা ঃ–

পর্দার স্বরূপ– পর্দা কেন করিতে হইবে ? পর্দার ব্যাপারে সমাজে কি কি গোমরাহী প্রচলিত আছে। পর্দা বিরোধী সকল শয়তানী রেওয়ায দূর করিয়া কিরূপে **খাঁটি ইসলামী পর্দা কায়েম করা যাইবে ?** ইত্যাদি বহু অতীব জরুরী বিষয়ের বিস্তৃত ও মুদাল্লাল আলোচনা। অত্যন্ত দরকারী কিতাব ।

–ঃ সত্য প্রকাশ ও ধূম বিনাশ পুস্তিকার প্রতিবাদ ঃ–

ধূমপান সম্পর্কে চার মাযহাবের কি ফত্ওয়া। এই ফতওয়াকে কাহারা উল্টাইয়াছে। যাহারা এই ফত্ওয়া উল্টাইয়াছে, তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া সমাজকে শরীয়তের আইন হুবহু মানার জন্য মুজাদ্দিদে যামানের তাকীদ। কারণ এই গোমরাহী দূর না হইলে দোযখ ভোগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মুছলমানের জন্য ইহা অতি জরুরী।

–ঃ তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ড ঃ–

শরীয়তের শিক্ষা মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ ফিক্বাহ (দেহ সংক্রান্ত বিধান), ২য় **ভাগ ইল্‌মে তাছাওউফ (আত্মা সংক্রান্ত বিধান)।** ফিক্বাহের ইল্‌মের মত এই তাছাওউফের ইল্‌মও হাছিল করা প্রত্যেক মুছলমানের জন্য ফরজে আইন। এই তাছাওউফের ইল্‌ম কিতাবী ইল্‌ম এবং উপযুক্ত **(কামেল)** পীর মোর্শেদ হইতে শিক্ষা করিতে হয়। অথচ এ সম্পর্কে সমাজ বহু প্রকার ভুলের মধ্যে পড়িয়া আছে।

◈ কেহ মনে করে জাহেরী ইল্‌মই যথেষ্ট, ইল্‌মে তাছওউফের দরকার নাই।

◈ **কেহ মনে করে প্রচলিত নফল ত্বরীকা** শিক্ষা করাই বুঝি তাছাওউফ। প্রচলিত নফল জিকির-আজকার যে তাছাওউফ নহে, তাহার খবরই তাহাদের নাই। ◈ কেহ মনে করে ইহা কিতাবস্থ ইল্‌ম নহে, ইহা গোপন জিনিস; ইহা গোপনভাবে ছিনায় ছিনায় আসিয়াছে। ◈ আবার কেহ মনে করে, ইল্‌মে জাহের শিক্ষা করার **নাম ফিক্বাহ ও ইহা আমল করার নাম তাছাওউফ**। এই সবই ভুল ধারণা। **এই সকল ভুল ধারণা দূরীভূত করিয়া শরীয়তের অর্ধাংশ ইল্‌মে তাছাওউফের স্ববিস্তার বর্ণনা এই খন্ডে আছে। প্রত্যেকের জন্য ইহা একটি অতি জরুরী কিতাব।**

-ঃ তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খন্ড ঃ-

ত্বরীকত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষতঃ দুই প্রকার আহ্‌ওয়াল মনের ভাব বা হালত হইয়া থাকে। এক প্রকার ইখতিয়ারী ও অপর প্রকার বে-ইখতিয়ারী। কিবর, হাছাদ, ছবর, শোকর ইত্যাদি ইখতিয়ারী আহ্‌ওয়াল এইগুলির বিশদ আলোচনা তাছাওউফ শিক্ষা প্রথম খন্ডে আছে। বে ইখতিয়ারী আহওয়াল যথা- কব্‌জ, বছ্‌ত, কাশফ, কারামাত, দো'আ কবুল হওয়া ইত্যাদি। ইখতিয়ারী আহ্‌ওয়াল জানা যেমন জরুরী, বে -ইখতিয়ারী আহ্‌ওয়াল জানাও তেমনি আবশ্যক। কেননা, ইখতিয়ারী আহ্‌ওয়াল না জানার দরুণ যেমন– কিব্‌র, হাছাদ প্রভৃতি মারাত্মক কু-রিপুর গুনাহ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন, তদ্রুপ কব্‌জ, বছ্‌ত প্রভৃতি হালাতগুলিরও মাছআলা জানা না থাকিলে ভীষণ গুনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহার ফলে চিরতরে হিদায়াতের নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকা আছে। এইসকল বিষয়ের বিশদ ও মুদাল্লাল আলোচনা। প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য পাঠ্য কিতাব।

-ঃ দুরমূয চূর্ণ ঃ-

দ্বীন ইসলামের বহু জরুরী বিষয় ও উলামায়ে কেরামের প্রতি ধর্মজ্ঞানহীন ও ধর্মবিদ্বেষী লোকদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে জনৈক তথাকথিত মুছলমান উকিলের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব। ইহা পাঠে বাকযুদ্ধ বা তর্কশাস্ত্রের বহু যোগ্যতা হাছিল হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের **আক্রমন প্রতিরোধে ও মিথ্যার মূলউৎপাটনে কলম যুদ্ধে অকল্পনীয় শক্তি সাহস ও বিশেষ জ্ঞান অর্জিত হয়।**

-ঃ ফিক্বাহ্‌ শিক্ষা এবাদত ও মোআমালাত খন্ড ঃ-

শরীয়তের একভাগ (দেহ সম্বন্ধীয় বিধান) ফিক্বাহ। ইহা দুই ভাগ- ইবাদত ও মু'আমালাত। উভয় অংশে দশটি করিয়া বিশ প্রকার মৌলিক মাছয়ালার বিস্তারিত আলোচনা। প্রত্যেকের জন্য অতি জরুরী কিতাব। **[প্রকাশক]**

উল্লেখিত কিতাবগুলি পাইতে হইলে প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্র সমূহে যোগাযোগ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ ভূমিকা ঃ-

[প্রথম খন্ড]

বর্তমান জামানায় কতক নামধারী ইংরেজী উচ্চ শিক্ষিত মোসলমান আছেন তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফ বা ক্বলবের এছলাহ্ সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না। ◈ আর কতক ধনী শ্রেণীর লোক আছেন তাহারাতো দিবারাত্র মালের গৌরবে মত্ত থাকেন। ◈ আর কতক নামধারী আলেম আছেন তাঁহারা মনে করেন জাহেরী ইল্‌মই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁহাদের ধারণা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব। ইল্‌মে তাছাওউফ যে প্রত্যেক মোসলমানের জন্য আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন, তাহা তাহারা ধারণায় আনিতে পারিতেছেন না। ◈ এমনকি কতক আলেম আছেন, তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফ বা ত্বরীকাতের কথা শুনিলে গাত্রদাহে ছট্‌ফট্ করেন।

ইহা ছাড়া লাখ লাখ লোক এরূপ আছে যে, তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফকে নেহায়েত জরুরী জানে এবং ইহা হাছিল করার জন্য পীরের খেদমতও কম করে না। কিন্তু ইল্‌মে তাছাওউফ বা ক্বলবের এছলাহ্ কি জিনিস তাহার আদৌ জ্ঞান নাই।

ইহাদের মধ্যে কতক আছে তাহারা মশহুর পীর পাইলে সভাস্থলে মুরীদ হওয়াটাই যথেষ্ট মনে করে। ◈ আবার কেহ তো কিছু অজিফা পড়িতে রাজী হয় কিন্তু পীরের আদেশ-নিষেধ মানিতে রাজী হয় না। ◈ আর কতক আছে তাহারা প্রচলিত নফল ত্বরীকা শিক্ষা করাকেই ইল্‌মে তাছাওউফ ধারণা করে। তাহারা মনে করে চিশ্‌তিয়া, ক্বাদ্‌রিয়া ইত্যাদি কোন একটি ত্বরীকা সমাপ্ত করিতে পারিলেই তাছাওউফের ইল্‌ম হাছিল হইয়া যায়। ◈ আর কতকের ধারণা তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা লাগে না, ইহা কামেল পীরের নেক নজরে বা চক্ষু বন্ধ তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হইয়া যায়।

আর কতকের ধারণা তাছাওউফের ইল্‌ম কিতাবস্থ ইল্‌ম নহে। ইহা গোপন জিনিস। ইহা প্রকাশ করা যায় না। ইহা অতি গোপনে ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিয়াছে।

মনে হয় তাছাওউফের ইল্‌ম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার কারণেই মানুষ এরূপ ভুল পথে পড়িয়া আছে। এই অজ্ঞতা দূরীভূত করিয়া মানুষকে হক পথে আনয়ন করার জন্যই এই কিতাবখানা লিখা হইল।

যদিও কিতাবখানা সরল বাংলা ভাষায় লিখা হইল, তবুও মোহাক্কেক আলেমের নিকট যাইয়া কিতাবখানার আউয়াল-আখের ভাল রকম বুঝিয়া লওয়া দরকার।

- গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তাছাওউফ শিক্ষা
[১ম খন্ড]

-ঃ তাছাওউফের সংজ্ঞা ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- মানুষের দেল দোরস্ত করাকে তাছাওউফ বলে। দেল দোরস্ত করার অর্থ দেল হইতে অসৎ স্বভাবগুলি দূর করা এবং সৎ স্বভাবগুলি পয়দা করা।

২। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ বা দেল দোরস্ত করা কি ?

উত্তর ঃ- প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরজে আইন।

যথা- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের কাদীম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

ازالتها فرض عين -

অর্থ- দেল হইতে অসৎ স্বভাবগুলি দূর করা ফরজে আইন।

প্রকাশ থাকে যে, ফরজে আইনের অর্থ খালেছ ফরজ, জাতি ফরজ যাহা প্রত্যেক মোসলমান মোকাল্লাফ পুরুষ মেয়েলোক সকলেরই পালন করিতে হইবে। **[প্রকাশক]**

৩। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের কাদীম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

هوعلم يعرف به انواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرزائل وكيفية اجتنابها -

অর্থাৎ - যে ইল্‌মের সাহায্যে মানুষের সৎগুণ গুলির প্রকারভেদ ও উহা উপার্জনের উপায় ও অসৎ গুণগুলির শ্রেণী- বিভাগ এবং উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ বলে।

-ঃ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজের প্রমাণ ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ- প্রত্যেক মোসলমানের জন্য ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা আবশ্যক পরিমান ফরজে আইন, অর্থাৎ - অসৎ স্বভাবগুলি দূর করিতে এবং সৎ স্বভাবগুলি পয়দা করিতে যে পরিমাণ ইল্‌মের দরকার হয়, সেই পরিমান ফরজে আইন। অনেক বেশী শিক্ষা করা (অর্থাৎ বিদ্যার সাগর হওয়া)

মোস্তাহাব।

❑ দোররোল মোখ্‌তার কিতাবে আছে-

اعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهو مازاد عليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحر فى الفقه وعلم القلب-

অর্থাৎ– আবশ্যক পরিমাণ ফিক্বাহ্ ও ইলমে ক্বল্ব শিক্ষা করা ফরজে আইন। অপরকে শিক্ষা দিবার মানসে স্বীয় আবশ্যকের অতিরিক্ত শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া এবং বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করার মানসে শিক্ষা করা

মোস্তাহাব।

❑ **দোররোল মোখ্তার কিতাবের শরাহ্ গায়তোল আওতার কিতাবে আছে–**

توعلم قلب فقه پر عطف هى نه تبحر پر تومطلب يه هواكه اصل علم اخلاق فرض هى

اوراسمين تبحر پيدا كرنا مستحب هى -

উপরোক্ত আরবী এবারতের علم قلب বাক্যাংশটি مندوب এর সহিত সংযোজিত নয়; বরং উক্ত এবারতের মধ্যস্থিত فقه শব্দের সহিতই সংযোজিত। অতএব, উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা প্রকৃত পক্ষে ফরজ এবং উহাতে (বিশেষ) পারদর্শিতা লাভ করা বা বিদ্যার সাগর হওয়া মোস্তাহাব।

❑ **শামী কিতাবের প্রথম খন্ডে আছে–**

علم القلب - وهو معطوف على الفقه لاعلى التبحر-

মতলব– ইল্‌মে ক্বল্ব আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন। বেশী শিক্ষা করা (বিদ্যার সাগর হওয়া) মোস্তাহাব।

❑ **প্রসিদ্ধ তাফ্ছিরকার আওলিয়াকুলের শিরোমনি জনাব মাওলানা পানিপথী সাহেব তদীয় তাফছিরে মাজহারীতে ছূরা তওবার –**

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين-

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে –

واما العلم اللدنى الذى يسمون اهلها بالصوفية الكرام فهو **فرض عين** -

যে সমস্ত লোক ইল্‌মে লাদুন্নী বা ইল্‌মে তাছাওউফ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্মানিত ছুফী পদবাচ্য হইয়া থাকেন। উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

❑ **কুরআনের ছুরা তওবার** ليتفقهوا فى الدين **এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফ্ছিরে রুহুল বয়ানে আছে–**

النوع الثانى- علم السر وهو مايتعلق بالقلب ومساعيه فيفترض على المؤمن علم احوال القلب من التوكل والانابة والخشيةوالرضىفانهواقع فى جميع الاحوال واجتناب الحرص والغضب والكبر والحسدوالعجب والرياءوغير ذالك -

অর্থাৎ – দ্বিতীয় প্রকারের ইল্‌ম উহা ইলমোচ্ছের বা তত্ত্বজ্ঞান। উহা অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানসিক সাধনা বা চেষ্টা দ্বারা উহা লাভ হয়। **সুতরাং খোদার প্রতি নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল, অনুরাগ, পাপভয় ও আল্লাহর কাজে রাজী থাকা ইত্যাদি পবিত্র গুনগুলি সর্বদার জন্য আয়ত্বাধীন করা এবং লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, হিংসা, আত্ম প্রশংসা, রিয়া, প্রভৃতি কু-রিপু সমূহ বর্জন করা ফরজ।**

❑ **জামেউল উছুল কিতাবে আছে –**

واعلم ان العلم الباطن الذى هو من اعظم المنجيات والسلوك والريا ضات والمجاهدات **فرض عين** ......

ইল্‌মে বাতেন যাহাতে মুক্তির প্রধানপথ, আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্ধান, রিপু বিনাশ ও সংযম শিক্ষা রহিয়াছে উহা শিক্ষা করা ফরজ।

এতদভিন্ন আরও বহু সংখ্যক কিতাবে ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজিয়াত সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। **যেমন - ❖ এহইয়াও উলুমিদ্দীন ❖ হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী ❖ কছদোছ ছাবীল ❖ তা'লিমুদ্দীন ❖ তাকাশশুফ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।**

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ ইল্‌মে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয় ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয় কি ?

উত্তর ঃ- আহ্‌ওয়ালে ক্বল্‌ব অর্থাৎ দেলের হালাত বা অবস্থাবলী অত্র ইল্‌মের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

৬। প্রশ্ন ঃ- দেলের হালাত কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- দেলের হালাত দুই প্রকার ঃ ভাল ও মন্দ। ভাল হালাতকে আরবীতে মাহমুদ (মুন্‌জিয়াত) বা ফাজায়েল বলে। আর মন্দ হালত কে মাজমুম (মুহ্‌লিকাত) বা রাজায়েল বলে। আর ভালটিকে অর্জন করার নাম তাহ্‌লিয়া, আর মন্দটিকে বর্জন করার নাম তাখ্‌লিয়া।

-ঃ রাজায়েলের (মুহ্‌লিকাতের) বিবরণ ঃ-

৭। প্রশ্ন ঃ- রাজায়েল বা মন্দ হালাতগুলি কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- রাজায়েল (মুহ্‌লিকাত) অনেক প্রকার, তবে এখানে মোটামুটি (মৌলিক) দশ প্রকার লিখা হইল।

যথা ঃ-

কেব্‌র, হাছাদ, বোগজ, গজব, গীবত, হেরছ, কেজব, বোখল, রিয়া, গুরুর।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ কিবরের সংজ্ঞা ও স্তর ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালার সামনে ছার (মাথা) নত না রাখা ; অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া না লওয়া এবং মানুষকে হেকারতের (ঘৃণার) চক্ষে দর্শন করাকে কিবর বলে।

২। প্রশ্ন ঃ- কিবরের কয়টি দরজা বা স্তর ?

উত্তর ঃ- কিবরের তিন দরজা।

প্রথম দরজা ঃ- আল্লাহ তা'য়ালার সাথে। যেমন- নমরূদ, ফেরাউন, সাদ্দাদ ও ইবলিছের তাকাব্বুরী।

দ্বিতীয় দরজা ঃ- রাসূলের সাথে। **যেমন**- কুফ্‌ফারে কোরায়েশগণ বলিয়াছিল, আমরা এতীম মুহাম্মাদের (ছঃ) সামনে ছার (মাথা) নত করিতে পারিবনা। আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তা কেন পাঠান হইল না ? বা আমাদের সরদারদিগকে কেন রাসূল করা হইল না

? বর্তমান জামানায় কতক লোক নায়েবে রাসূলদের সাথেও এইরূপ তাকাব্বুরী করিয়া থাকে।

তৃতীয় দরজা ঃ- মানুষ মানুষকে হেকারতের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। এই দরজা উপরের দুই দরজা হইতে বহু পরিমাণে কম হইলেও দুই কারণে নেহায়েত মন্দ।

প্রথমত ঃ- তাকাব্বুরী আল্লাহ তা'লার খাছ ছিফাত। **যেমন**- হাদীছে কুদছিতে আছে- **মূলঅর্থ ঃ** আল্লাহ বলিয়াছেন- ''অহঙ্কার আমার চাদর, আর আজমত (বড়ত্ব) আমার পায়জামা'' (অর্থাৎ খাছ ছিফাত)। যে ব্যক্তি আমার খাছ ছিফাত ছিনাইয়া নিয়া যাইবে আমি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব।

দ্বিতীয়ত ঃ- মোতাকাব্বের (অহংকারী) লোকেরা মানুষের হক কথাও মানিতে চাহে না। ইহা নেহায়েত বড় গুণাহ।

-ঃ কিবর পয়দা হওয়ার কারণসমূহ ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- কিবর পয়দা হওয়ার ছবব বা কারণ কয়টি ?

উত্তর ঃ- কিবর পয়দা হওয়ার **ছবব সাতটি**-তন্মধ্যে দুইটি দ্বীনি। **যথা- ১। ইল্‌ম ও ২। আমল। আর দুনিয়াবী পাঁচটি, যথা- ১। নছব ২। জামাল ৩। কুয়ত ৪। মাল ও ৫। অসংখ্য সাহায্যকারী তাবেদার।**

-ঃ প্রথম ছবব ইল্‌ম ঃ-

প্রথম ছবব (কারণ) ইল্‌ম ঃ- ইল্‌মের দ্বারা তাকাব্বুর হয়, ইহার দুইটি ছবব। **প্রথম-** ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে না, শুধু ইল্‌মে দুনিয়া শিক্ষা করে। এমনকি যদি শুধু ইল্‌মে জাহের শেষ করে এবং ইল্‌মে তাছাওউফ তরক করে তাহা হইলেও দেলে অন্ধকার এবং তাকাব্বুর বেশী হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ঃ- ইল্‌মে বাতেন পড়ে, কিন্তু আমল করে না; ইহাতেও তাকাব্বুরী বৃদ্ধি পায়।

-ঃ দ্বিতীয় কারণ বা ছবব আমলের বর্ণনা ঃ-

দ্বিতীয় ছবব ঃ- আমল অর্থাৎ যোহদ ও এবাদত। যোহদ (তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী) ও এবাদতের দ্বারা কিবর পয়দা হওয়ার কারণ-আবেদের উপর প্রথমে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ ছিল। এই ফরজ আদায় না করিয়াই মহাসাগর মারেফতের দরিয়া পাড়ি দেওয়ার জন্য সাঁতার কাটিয়াছে। এ অবস্থায় দুই এক হাত অগ্রসর হইতে না হইতেই অন্ধ দরবেশের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহার মহাসাগরের পাড়ি শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার সমতুল্য দরবেশ বোধ হয় জগতে আর কেহ নাই। এই শ্রেনীর দরবেশেরা দশ লতিফার ছবক সমাপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই মনে করে যে, তাহারা এখন জমিনে নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর ত্বরীকত শিক্ষার্থী ভাইদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাহারা যেন অন্ততঃ দই-চারটি দিন তাছাওউফের ইলমে ওয়াক্বেফ (অভিজ্ঞ) আলেমের কাছে গিয়া দুই-চারটি তাছাওউফের ইল্‌ম বা মাছয়ালা শিক্ষা করেন তাহা হইলেও দেখিতে পারিবেন যে, অহঙ্কার জিনিসটা কিভাবে চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইতে থাকে।

-ঃ কিব্‌রের তৃতীয় ছবব (কারণ) নছবের বর্ণনা ঃ-

তৃতীয় ছবব ঃ- নছব (বংশ) নছবের (বংশের) দ্বারা কেবর পয়দা হওয়ার কারণ- ইল্‌মে দ্বীনের অভাব। কেননা, ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিলে অন্ততঃ এতটুকু জানিতে পারিবে যে, মানুষের বংশের কোন গৌরব নাই। যেহেতু সমস্ত জগতের মানুষ এক পিতা হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের সন্তান এবং হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম মাটি দ্বারা তৈয়ার হইয়াছেন। একমাত্র ইল্‌ম ভিন্ন মানুষের গৌরবের (মর্যাদা লাভের) কোন জিনিস নাই।

এক্ষেত্রে যদি অতি উচ্চ বংশের সন্তানও হয়, আর তাহার মধ্যে ইল্‌মে দ্বীন না থাকে, তবে সে পশু তুল্য। আবার যদি অতি নিচু বংশের সন্তানও হয়, আর সে ইল্‌মে-দ্বীন (কিতাবী শর্তসহ) পূর্ণভাবে শিক্ষা করে, তবে তিনি নায়েবে রাসূল বা জগতের মাথার তাজ হইতে পারেন।

–ঃ কিবরের ৪র্থ ছবব হুছন জামালের বর্ণনা ঃ–

চতুর্থ ছবব ঃ– হুছন জামাল (সৌন্দর্য)। হুছন জামালের দ্বারা অহঙ্কার পয়দা হওয়ার একমাত্র কারণ হইল মূর্খতা। কেননা সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করলেও বুঝিতে পারে যে, গুণের কাছেতে রূপের কোন তুলনা হইতে পারেনা। **যেমন –একজন শায়ের বলিয়াছেন–**

গুণের কাছেতে নহে রূপের তুলনা।
রূপে শুধু আঁখি ভোলে, গুনেতে হৃদয় গলে;
তাই বলি রূপে গুনে হয় না তুলনা।
দেখিতে পলাশ পুষ্প অতি মনোহর
গন্ধবিনা কেবা তারে করে সমাদর।

–ঃ কিব্‌রের পঞ্চম ছবব মালের বর্ণনা ঃ–

পঞ্চম ছবব মাল ঃ– মালের দ্বারা অহঙ্কার পয়দা হওয়ার কারণ-আল্লাহ্ তায়ালা যে চোখের পলকে তাহাকে পথের ভিখারী করিতে পারেন, এই কথার প্রতি ঈমান না থাকাই অহঙ্কারের এক বিশেষ কারণ।

–ঃ কিব্‌রের ষষ্ঠ ছবব কুয়তের বর্ণনা ঃ–

ষষ্ঠ ছবব কুয়ত ঃ– কুয়ত (শক্তি)। কুয়তের দ্বারা অহঙ্কার পয়দা হওয়ার কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে মিনিটে আতুর, অচল, অন্ধ, বধির করিয়া ফেলিতে পারেনঃ এই কথার উপর ঈমান না থাকাতেই কিবর পয়দা হইয়া থাকে।

–ঃ কিব্‌রের সপ্তম ছবব কাছ্‌রাতুল আনছার বা জনবলের বর্ণনা ঃ–

সপ্তম ছবব ঃ– তাবেয়িন (অনুস্বরণকারী) ও মুরীদানের কাছ্‌রত (সংখ্যাধিক্য)। ইহা একমাত্র আল্লাহর দান ধারণা না করাই কিবরের কারণ।

–ঃ কিবরের আলামত বা লক্ষণ ঃ–

৪। প্রশ্ন ঃ– কিবরের আলামত (অর্থাৎ চিহ্ন ও লক্ষণ) কি ?

উত্তর ঃ– কিবরের বহু আলামত আছে, তবে এখানে মাত্র কয়েকটি লিখিত হইলঃ–

১। আল্লাহর হুকুম বিনা প্রতিবাদে মানিতে দেলে না চাওয়া ।
২। নায়েবে রাসূলের তাবেদার হইতে দেলে না চাওয়া।
৩। হক ফতুয়া মানিতে দেলে না চাওয়া।
৪। রাসূলের ছুন্নাত বা ত্বরীকা মতে চলিতে দেলে না চাওয়া।
৫। শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতে দেলে ভয় না হওয়া।
৬। নিজকে ছোট ধারণায় না আনাও অহঙ্কারের আলামত।
৭। ক্ষুদ্র কাজ করিতে লজ্জা বোধ করাও অহঙ্কারের আলামত।

–ঃ কিবরের এ' লাজ বা চিকিৎসা ঃ–

৫। প্রশ্ন ঃ কিব্‌র দূর করার এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ – ১। যাহাদের সঙ্গে কিবর ভাব আসে তাহাদের সঙ্গে নম্রভাব অবলম্বন করা।

২। যে বিষয়ে কিবর আসে সেই বিষয়ের বড় শ্রেনীর সহিত সাক্ষাৎ করা।

৩। তাছাওউফের ইল্‌মে অভিজ্ঞ পীরের ছোহ্‌বতে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা এবং রিয়াজত করা।

৪। কিব্‌র আল্লাহ তায়ালার খাছ ছিফাত ধারণা করা।

–ঃ আরো এক বিশেষ চিকিৎসা বা এ'লাজ ঃ– [প্রকাশক]

অহংকারের এ'লাজ হিসাবে এছলাহে নফছ কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে– অহংকার দূর করিতে হইলে উহার এক বিশেষ ঔষধ হইল, নিজকে এবং প্রভূকে চিনিতে হইবে। মানুষ এক ফোঁটা তুচ্ছ পানি দ্বারা পয়দা হইয়াছে। যখন মৃত্যু হইবে, তখন আবার দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা মুর্দারে পরিণত হইয়া পোকা মাকড়ের খাদ্য হইবে। এই দুই অবস্থার মধ্যখানের সময়ে পেটে নাপাক ও পায়খানার বোঝা বহনকারী। অতএব, এই মানুষের পক্ষে কিব্‌র বা অহংকার করা সাজে না। আল্লাহ্‌ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ২৯ পারা, সূরা দাহরের ১ ও ২ নং আয়াতে ফরমাইয়াছেন–

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا - انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه - فجعلناه سميعا بصيرا -

মানুষের এমন একটি সময় কি আসে নাই ? যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না। নিশ্চয় আমি মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘনিভূত ধাতর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। **অহংকার দূর করার জন্য বর্ণিত কথাগুলি চিন্তা করিলে বিশেষ ফায়দা হইবে।**

মানুষের উপর আসিয়াছে কি ? সীমাহীন মহাকালের মধ্য হইতে এমন এক বিশেষ সময় যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিলনা। (আয়াতখানার মর্মকথা হইল)। নিঃসন্দেহে অবশ্যই মানুষের উপর এরূপ এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। যখন উক্ত মানুষের কোন অস্তিত্ব ও নাম নীশানা কিছুই ছিল না।

(আল্লাহ বলেন) নিশ্চয় আমি মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত ধাতুর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং আমি তাহাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী করিয়াছে।

অহংকার দূর করার জন্য বর্ণিত কথাগুলি চিন্তা করিলে বিশেষ ফায়দা হইবে। **[প্রকাশক]**

بسم الله الرحمن الرحيم

–ঃ হাছাদের বর্ণনা ঃ–

১। প্রশ্ন ঃ– হাছাদ বা হিংসা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– হিংসা বলে পরশ্রীকাতরতাকে। অর্থাৎ কাহারও উন্নতি বা ভাল অবস্থা দেখিয়া তাহা অসহ্য হওয়া এবং মনে মনে এই কামনা করা যে, তাহার এই ভাল অবস্থা না থাকুক।

২। প্রশ্ন ঃ– হিংসার ছবব (কারণ) কি ?

উত্তর ঃ– সমশ্রেণী লোকদের তরক্কী **(উন্নতি)।**

৩। প্রশ্ন ঃ– হিংসার আলামত কি ?

উত্তর ঃ– ঝগড়া, কলহ. দলাদলি ইত্যাদি সবই হিংসার আলামত।

৪। প্রশ্ন ঃ– হিংসার এ'লাজ (চিকিৎসা) কি ?

উত্তর ঃ– তক্দীরের উপর রাজী থাকা অর্থাৎ যাহার উন্নতি দর্শনে অন্তরে হিংসা আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই ধারণা করা যে, এই ব্যক্তির তক্দীরে উন্নতি লিখা আছে বলিয়াই উন্নতি হইয়াছে। এক্ষেত্রে এই ব্যক্তির সহিত হিংসা করিলে আল্লাহর তক্দীরের উপর না রাজী প্রকাশ করা হয়। সুতরাং আমার পক্ষে তক্দীরের উপর রাজী হওয়া একান্ত কর্তব্য। নচেৎ আল্লাহ তা'য়ালা আমার উপর নারাজ হইবেন।

আর যাহার সহিত হিংসা আসিয়াছে, তাহার প্রশংসা ও তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করা। পীরে কামেলের কাছে থাকিয়া রিয়াজত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

–ঃ বোগ্জের বর্ণনা ঃ–

–ঃ বোগ্জের সংজ্ঞা ঃ–

১। প্রশ্ন ঃ– বোগ্জ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– কাহারও সাথে অন্তরে শত্রুতাভাব পোষণ করাকে বোগ্জ বলে। এই বোগ্জ শরীয়াত বিরোধী লোকদের সাথে এবং মাছয়ালা গোপন, পরিবর্তনকারী নাকেছ আলেম ও গোমরাহ পীরদের সাথে মাজমুম নয় বরং মাহ্মুদ (প্রশংসনীয়)।

–ঃ বোগ্জের ছবব ঃ–

২। প্রশ্ন ঃ– বোগ্জের ছবব (কারণ) কি ?

উত্তর ঃ– নিজের বা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে বোগ্জ পয়দা হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ধর্মের ক্ষতি করিলে তাহার সাথে বোগ্জ রাখা মাজমুম নয় বরং মাহ্মুদ।

–ঃ বোগজের আলামত বা লক্ষণ ঃ–

৩। প্রশ্ন ঃ– বোগজের আলামত বা লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ যাহার সহিত বোগ্জ আসে তাহার সহিত মিলেমিশে থাকিতে দেলে না চাওয়া।

-ঃ বোগজের এ' লাজ (চিকিৎসা) ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- বোগ্জের এ'লাজ বা চিকিৎসা (অর্থাৎ দূর করার পদ্ধতি কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ফায়েলে হাকীকি ধারণা করা এবং তাওহীদে আফয়ালীর মোরাকাবা ভাল রকম করা। [অর্থাৎ যাবতীয় ভাল-মন্দ, আপদ-বিপদ সকলই আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ থেকে বান্দার পরাক্ষা বা গুনাহ্ মাফ অথবা আখেরাতে দরজা বুলন্দি ইত্যাদি যে কোন উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে ; ইহার চিন্তা গবেষণা করা।]

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ গজবের বর্ণনা ঃ-

-ঃ গজবের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- গজব কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- প্রতিশোধের নিমিত্তে মানব দেহের রক্ত স্রোতে অগ্নি প্রদাহিকা। ইহা লে-নফছিহি মাজমুম, কিন্তু লিঅজহিল্লাহ্ মাজমুম নয় বরং মাহ্মুদ (অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণে অন্তর জাত কুরিপুর তাড়নায় সীমাতিক্রম করিয়া রাগ-গোস্বা হওয়া নিন্দনীয়, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিধান মোতাবেক রাগ—গোস্বা করা প্রশংসনীয়)।

-ঃ গজবের ছবব ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- গজবের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- নিজের বা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে গজব (রাগ বা গোস্বা) পয়দা হইয়া থাকে।

-ঃ গজবের আলামত ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- গজবের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- অগ্নি মূর্তি ধারণ করা।

-ঃ গজবের এ'লাজ ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- গজবের এ'লাজ কী?

উত্তর ঃ- ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে, এই ধারণা পাকা ভাবে রাখা এবং পীরে কামেলের কাছে থাকিয়া কঠোর রিয়াজত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

–ঃ গীবতের বর্ণনা ঃ–

১। প্রশ্ন ঃ– গীবত কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– কাহারও অসাক্ষাতে তাহার আয়েব (দোষ) বর্ণনা করাকে গীবত বলে।

প্রকাশ থাকে যে, নিম্নলিখিত ছয় জনের গীবত করা জায়েজ

(অর্থাৎ ওয়াজিব শ্রেণীর জায়েজ)

- ◈ **প্রথম ঃ–** বিবাহের সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে পাত্র-পাত্রীর গীবত করা জায়েজ।
- ◈ **দ্বিতীয় ঃ–** বানিজ্য সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যবসায়ীর গীবত করা জায়েজ।
- ◈ **তৃতীয় ঃ–** নুতন বাড়ী নির্মানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে হামছায়ার গীবত করা জায়েজ।
- ◈ **চতুর্থ ঃ–** গোমরাহ আলেমের দ্বারা দেশ নষ্ট হওয়ার কারণে তাহার গীবত করা জায়েজ।
- ◈ **পঞ্চম ঃ–** গোমরাহ পীরের দ্বারা সমাজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাহার গীবত করা জায়েজ।
- ◈ **ষষ্ঠ ঃ–** রাবীর দোষ বর্ণনা করা জায়েজ।

–ঃ জায়েজ শব্দটি সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান ঃ– [প্রকাশক]

" জায়েজ" শব্দটির মর্ম সর্বক্ষেত্রে শুধু "মোবাহ্" হয় না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে "জায়েজ" শব্দের দ্বারা ওয়াজিবও মর্ম নেওয়া হয়। যথা – তাওজীহুল মোছাল্লাম কিতাবের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

یس جائز شامل ہو کا واجب - مندوب - مباح سب کو -

অর্থাৎ ঃ– অতএব, "জায়েজ" শব্দটি শামিলকারী হইবে ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ্ সব কয়টিকে । **[প্রকাশক]**

❑ **শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে।**

انه قد يطلق ويراد به مالا يمتنع شرعا وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب -

অর্থাৎ ঃ– "জায়েজ" শব্দটিকে কখনও মোতলাক (কোন হুকুমের সাথে সম্পর্ক উল্লেখ না করা অবস্থায়) রাখা হয় এবং উহার মর্ম নেওয়া হয় "যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ নহে"। এই অবস্থায় উহা মোবাহ্, মাকরুহ্ তানজীহ্, মোস্তাহাব ও ওয়াজিবকে শামিল করিয়া লয়।

❑ **তাওজীহুল মোছাল্লামের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে।**

یس جائز شامل ہوکا واجب - مندوب مباح سب کو

অর্থ ঃ– অতএব, "জায়েজ" (শব্দটি) শামিলকারী হইবে ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ সব কিছুকেই।

অতএব, উপরোল্লিখিত ছয় স্থানে গীবত করা বিশেষ জরুরাত ও মোছলেহাত সংযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্থান, কাল ভেদে ওয়াজিব হইয়া যায়।

❑ **শামী কিতাবের ৫ম খন্ডে (ফছলোন ফিল বা'ইয়ে) পরিস্কার উল্লেখ আছে–**

بل واجب صونا للشريعة -

অর্থাৎ ঃ– শরীয়াত রক্ষার্থে গীবত করা ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব ও হইয়া পড়ে। অবশ্য দোষণীয় গীবত, তাহা মস্ত বড় গুণাহ **[কবিরা গুণাহ]**।

-ঃ গীবতের ছবব বা কারণ সমূহ ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- গীবতের ছবব কি এবং কয়টি ?

উত্তর ঃ- অন্তরের আদাওতি। শরীয়াত কিতাবের (নতুন ছাপা) ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- গীবতের বহু ছবব (কারণ) আছে। **এখানে মাত্র এগারটি লিখা হইল। আটটি সর্বসাধারণের জন্য আম। আর তিনটি দ্বীনদার লোকদের জন্য খাছ।**

১। গযব বা গোস্বা - অর্থাৎ কাহারও উপর গোস্বা আসিলে তাঁহার গীবত করা আরম্ভ হয়।

২। দেখা - দেখি- অর্থাৎ মজলীসের মধ্যে একজনে গীবত করিলে, তাহার সহিত হ্যাঁ মিলাইয়া গীবত আরম্ভ করা হয়।

৩। পেশ বন্দী- অর্থাৎ (দূরদর্শীতা ও সর্তকতামূলক অগ্রিম তদবীর করনার্থে) **যেমন**- এক ব্যক্তি মনে করিল যে, অমুক ব্যক্তি যখন আমার গীবত করিবে, তখন আমি প্রথমেই তাঁহার গীবত আরম্ভ করিয়া দেই। অতঃপর যদি সে আমার গীবত করে, তবে শ্রোতারা শত্রুতামূলক ধারণা করিবে।

৪। নিজের আয়েব (দোষ) ঢাকার জন্য। যেমন - একব্যক্তি বলিল, আমি যখন দোষের কাজ করিয়াছি তখন আমার সাথে অমুক অমুক ছিল।

৫। নিজের ফখর (গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব) প্রকাশ করার জন্য। যেমন- একজনের আয়েব বর্ণনা করিয়া নিজের কামালাত প্রকাশ করা। যেমন- এক ব্যক্তি বলিল যে, অমুক ব্যক্তি কি জানে।

৬। হাছাদ- অর্থাৎ যখন দেখিতেছে এক ব্যক্তির ছানা ছিফাত (প্রশংসা ও উত্তম গুণসমূহ) বর্ণনা হইতেছে তখন তাহার সম্মান লাঘবের উদ্দেশ্যে তাঁহার কিছু আয়েব বর্ণনা করা।

৭। **খেল, দেললাগী-** অর্থাৎ কাহারও দোষ বর্ণনা করিয়া হাসি-ঠাট্টা করা।

৮। **কাহাকেও হেয় করার জন্য।**

উপরোল্লেখিত আট্টি সর্ব সাধারণের জন্য আম।

৯। **কাহারও ধর্মীয় ত্রুটি দেখিয়া তায়াজ্জুব প্রকাশ করা**। যেমন—এক ব্যক্তি বলিল, অমুক দ্বীনদার মানুষের দ্বারা এইরূপ মাছআলার ত্রুটি আমার কাছে তায়াজ্জুব লাগিতেছে।

১০। **কাহারও খাতা কছূর (ভুল - ভ্রান্তি) দেখিয়া দয়া প্রকাশ করা এবং গম করা** (দুঃখ ও আফছুছ করা) যে, অমুকের উপর আমার দয়া লাগে এবং আফছুছ আসে যে, সে মারাত্মক অন্যায় করিয়াছে।

১১। কাহারও ধর্মীয় ত্রুটি দেখিয়া গোস্বা প্রকাশ করা।

[প্রকাশ থাকে যে, ৯, ১০, ও ১১ নম্বরে উল্লেখিত কার্যগুলি যদি সৎ নিয়তে হয়, তবে দোষণীয় গীবত হইবে না বরং জায়েজ গীবত হইবে- প্রমাণে শামী কিতাব কাদীম ছাপা ৫ম খন্ড]।

উপরোল্লিখিত তিনটি দ্বীনদার লোকদের জন্য খাছ।

-ঃ গীবতের আলামত ঃ-

৩। **প্রশ্ন ঃ- গীবতের আলামত কি ?**

উত্তর ঃ- পরের দোষ বা আয়েব বর্ণনা করিতে দেলে চাওয়া।

-ঃ গীবতের এ'লাজ ঃ-

www.islamicharf.org

৪ । প্রশ্ন ঃ- গীবতের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- গীবত জ্বিনা হইতেও মহাপাপ ধারণা করা এবং রিয়াজত করা ।

প্রত্যেক মোসলমানের জানা উচিত যে, গীবত করা তিন মকছুদে হইয়া থাকে ।

◈ **প্রথম**- যাহার গীবত করা হয়, তাহাকে সমাজের কাছে অন্যায় ভাবে হেয় ও ঘৃণিত করার জন্য ।

◈ **দ্বিতীয়** - যাহার গীবত করা হয়, তাহার ক্ষতি হইতে সমাজকে বাঁচানোর জন্য ।

◈ **তৃতীয়**- এনছাফ লওয়ার জন্য । শেষোক্ত দুই প্রকার জায়েজ । কেবলমাত্র প্রথম প্রকার না জায়েজ । (অর্থাৎ শেষোক্ত দুই প্রকারের প্রথমটি ওয়াজিব পর্যায়ের জায়েজ আর দ্বিতীয়টি মোবাহ্ পর্যায়ের জায়েজ) **[প্রকাশক]**

بسم الله الرحمن الرحيم

কেজ্বের বিবরণ

১ । প্রশ্নঃ কেজ্ব কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- মিথ্যা কথাকে কেজ্ব বলে । ইহা একটি দেলের বড় বিমার ।

২ । প্রশ্ন ঃ- কেজ্বের ছবব কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'য়ালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা ।

৩ । প্রশ্ন ঃ- কেজ্বের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- মিথ্যা কথা বলিতে অন্তরে ভয় না হওয়া ।

৪ । প্রশ্ন ঃ- কেজ্বের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- ◈ আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ।

◈ সত্য কথা বলার অভ্যাস করা ।

◈ পীরে কামেলের ছোহ্বতে থাকিয়া কঠোর রিয়াজত করা ।

بسم الله الرحمن الرحيم

হের্ছের বিবরণ

১ । প্রশ্ন ঃ- হের্ছ কাহাকে বলে ?

উত্তরঃ লোভ- লালসাকে হের্ছ বলে । ইহা অবৈধ হইলে মাজমুম (মন্দ বা দোষণীয়) ।

২ । প্রশ্ন ঃ- হের্ছের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- বড় হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা ।

৩ । প্রশ্ন ঃ- হের্ছের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- হালাল-হারামের তমীজ (পার্থক্য) না করা ।

৪ । প্রশ্ন ঃ- হের্ছের এ' লাজ কি ?

উত্তর ঃ- ◈ হালাল পেশা অবলম্বন করা,

◈ হারাম পেশা ত্যাগ করা ।

◈ কঠোর রিয়াজত করা ।

بسم الله الرحمن الرحيم

বোখ্‌লের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- বোখ্‌ল কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- দ্বীন রক্ষার জন্য এবং লোকের অভাব দূর করার জন্য এবং নিজের ও স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদির ভরণ পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির জন্য শরীয়তে যে মাল খরচ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং মনুষ্যত্ব ও ভদ্রতার খাতিরে যাহা দান করা উচিত তাহা দান করিতে কুণ্ঠিত হওয়াকে বোখ্‌ল বলে।

২। প্রশ্ন ঃ- বোখলের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- মহব্বতের মাল ও মালের হাকীকত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা।

৩। প্রশ্ন ঃ- বোখলের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- শরীয়তে যে সমস্ত মালী বন্দেগীর ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা পূর্ণভাবে আমল করিতে দেলে না চাওয়াই বোখলের আলামত।

৪। প্রশ্ন ঃ- বোখলের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- ❑ দ্বীনের অভাব দূরীভূত করার জন্য,

❑ লোকের অভাব দূর করার জন্য এবং

❑ নিজের ও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গংদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভরণ-পোষণের জন্য শরীয়তে যে মাল খরচ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পূর্ণভাবে খরচ করা।

প্রকাশ থাকে যে, দেলের মধ্যে যতটি বিমার আছে তন্মধ্যে সর্বপ্রধান কঠিন বিমার হইল বোখ্‌ল। কোন শায়ের হাদীছের মর্মে বলিয়াছেন-

بخیل اربود زاهدو بحروبر بهشتی نباشد بحکم خبر -

বখীল আর বুয়াদ জা- হেদো বাহ্‌রো বার বেহেশ্‌তী নাবাসদ বাহুকমে খবর।

অর্থ ঃ- বখীল যদি সমস্ত দুনিয়ায় দরবেশ বলিয়া মশহুরও হয়, তথাপি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের সুখবর নাই।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের এই বিমারটি দূর করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া উচিত।

কিন্তু দেলের অন্যান্য বিমারের মত এই বিমারটি নয়, এই বিমারটি সারারাত্র নামাজ পড়িলে এবং বারো মাস রোজা রাখিলে বা দিবারাত্র দোয়া, দরূদ অজিফা, জিকির, শোগল, মোরাকাবায় রত থাকিলেও দূর হয় না। কারণ, এ বিমারটি টাকা খরচের বিমার। এ বিমারটি দূর করিতে লাগে অত্যাধিক টাকা খরচ। আবার বেকুফের মত যাহা সর্বস্ব যথা তথা দান করিলেও দূর হয় না।

এদেশের অধিকাংশ লোক এ বিমারটি দূর করে পিতা- মাতার নামে বড় রকমের জিয়াফত খাওয়াইয়া, কেহ করে নফল হজ্জ করিয়া, কেহ করে ধর্মীয় আত্মীয়- স্বজনকে পিঠা- মিঠা খাওয়াইয়া, আর কতকে করে দুই ঈদের মধ্যে বড় গরু জবেহ করিয়া।

উল্লিখিত দানে মূর্খ সমাজের কাছে সুনাম ও সুযশ হয় বটে, কিন্তু বোখল রিপুর গায়ে বাতাসও লাগে না।

প্রকৃতভাবে বোখল রিপু দূর করিতে হইলে ◈ নিজের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির ফরজ-ওয়াজিব শিক্ষার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করিতে হয়। ◈ স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদির শরীয়তী পর্দা করার জন্য বহু টাকা খরচ করিতে হয়। ◈ আল্লাহ

তায়ালার দ্বীন জগতে কায়েম রাখার জন্য দ্বীনি ইল্‌মের মাদ্রাসা কায়েম রাখিতে শক্তি পরিমাণ টাকা খরচ করিতে হয়।

শতকরা ৯৮ জন মোসলমান মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিতেছেনা। বিশেষ করে তাহাদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য (এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতগণের মাদ্রাসাসমূহে পাশ করার পরেও ধর্মীয় জরুরী যে শিক্ষা বাকী বা অপূরণ থাকে, সে বিষয়ে তাহাদেরকে সন্ধান দেওয়ার জন্য সঠিক নায়েবে রাছুল পর্যায়ের) ওয়ায়েজ আলেমের দ্বারা ওয়াজ করার সু-বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য টাকা ব্যয় করিতে হয়। ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্যও অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়।

ছদকায়ে ফেতের, কুরবানীর চামড়ার মূল্য এবং জাকাতের টাকাগুলি একমাত্র গরীব মিছকিন, অন্ধ, আতুর, খোঁড়াদের অভাব মোচনের জন্য দান করিতে হয়। **(অর্থাৎ কুরআন শরীফের সূরায় তাওবার ৬০ নং আয়াতে উল্লেখিত আটদল লোক উক্ত যাকাত গং এর টাকা পাওয়ার উপযুক্ত। [প্রকাশক]**

বর্তমান জমানায় কতক দানবীর আছে, তাহারা ধর্মের নাম দিয়া অসংখ্য টাকা ব্যয় করিতেছে, কিন্তু তাহাদের দানের কোন মূল্য নাই। যেহেতু যাহাতে বোখল রিপু দূর হয়, তাহাতে একটি পয়সাও দান করিতে রাজী হয় না। যেমন, এদেশের লোকেরা স্ত্রীর পর্দার জন্য, ছেলেমেয়ের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ◈ নিজের জরুরী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ◈ দ্বীনি ইলেমের মাদ্রাসা কায়েম রাখার জন্য ◈ ওয়াজের মাহ্‌ফিল কায়েম রাখার জন্য ◈ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার সু-বন্দোবস্ত করার জন্য টাকা ব্যয় করিতে রাজী হয় না।

অথচ এ সমস্ত কাজে টাকা ব্যয় করিলে বর্ণিত ব্যাপারে তাহাদের জীবনের কর্তব্য কাজ সমাধা হইয়া যাইত। অন্তরের বোখল রিপু দূরীভূত হইয়া যাইত। দেল রৌশন হইয়া যাইত। মৃত্যুর পর ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব প্রাপ্ত হইত।

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত দানে বোখল রিপু দূর হয় না, ছওয়াব হয় না; বরং যাহাতে পাপের বোঝা ভারী হয়, তাহাতে অসংখ্য টাকা ব্যয় করিতেছে। এমনকি ইয়ামেনের দানবীর হাতেম তাইর পুত্রকেও হার মানাইতেছে।

যেমন- মাতা-পিতার নামে এরূপ জিয়াফত খাওয়াইয়া হাজার হাজার টাকা খরচ করিতেছে, যাহার শতকরা ৯৮ জন লোক বেনামাজী, দুই চারিশত বেপর্দা মেয়েলোকের অবাধ ভ্রমন, যেমন- ইংল্যান্ডের ক্লাব বা কলিকাতার সখের বাজার।

ছেলে- মেয়েদের উচ্চ বিবাহের উচ্চতা রক্ষার জন্য নানারকম খেলাধুলা, বাজী-বারুত বিদআত ইত্যাদিতে অসংখ্যা টাকা ব্যয় করিতেছে।

বেশী কি লিখা যায়, ইহারা ন্যায়ভাবে খরচ বা নেক পথে খরচ করিবার বেলায় মিশরের কারুন, আর অন্যায় পথে বা পাপের পথে ব্যয় করিবার বেলায় ইয়েমেনের দানবীর হাতেমতাই ছাহেব। আক্ষেপ, ইহাদের পাপে ব্যয়িত টাকাগুলি যদি নেক কাজে খরচ করিত তাহা হইলে এদেশের ছেলেমেয়েরা দ্বীনি ইল্‌মে এতদূর মূর্খ থাকিত না। মেয়ে লোকেরাও বেপর্দার গুনাহের জন্য দোযখ বাসিনী হইত না এবং দ্বীনি ইল্‌মের মাদ্রাসাগুলিরও শ্রী বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইয়া যাইত। আলেম ও নায়েবে রাসূলদের সংখ্যাও এত কম থাকিত না। সমাজের শিরিক, বিদআত, গোমরাহীও এতদূর ছড়াইত না।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা মোছলমান ভাই দিগকে সুমতি দান করুক। সুপথে টাকা খরচ করার তাওফিক হউক এবং বোখল রিপুর বিমার হইতে পরিত্রান লাভ করুক। আমিন, ছুম্মা আমিন।

بسم الله الرحمن الرحيم

ওজ্‌বের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ– ওজ্‌ব কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– নিজের গুণ দেখা এবং ইহা চিন্তা না করা যে, এই গুণত আমার নিজস্ব নয়। আল্লাহ তা'য়ালার দান। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনই উহা ছিনাইয়া লইতে পারেন।

২। প্রশ্ন ঃ– ওজ্‌বের ছবব কি ?

উত্তর ঃ– তাছাওউফের ইল্‌মে মূর্খ থাকা।

৩। প্রশ্ন ঃ– ওজ্‌বের আলামত কি ?

উত্তর ঃ– এবাদতের বড়াই করা।

৪। প্রশ্ন ঃ– ওজ্‌বের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ– নিজের গুণকে নিজস্ব মনে করিবে না। আল্লাহর দান মনে করিবে। ভয়ে ব্যস্ত থাকিবে যে, আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তখনই ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারেন এবং নিজের উপর বদগুমান রাখিবে এবং তাছাওউফের ইল্‌ম ভাল রকম শিক্ষা করিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

রিয়ার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ– রিয়া কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তা'য়ালার এবাদতের মধ্যে এই এরাদা করা যে, লোকের নিকটও আমার সম্মান হউক। (অর্থাৎ কোন নেকের কাজ এক মাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করিয়া বরং লোকদেরকে দেখাইবার বা শুনাইবার উদ্দেশ্যে করাকে রিয়া বলে)।

২। প্রশ্ন ঃ– রিয়ার ছবব বা কারণ কি ?

উত্তর ঃ– লোকের কাছে সম্মানী হওয়ার আকাঙ্খা, দুর্নামের ভয় ও স্বার্থ হাছিল, সাধারণতঃ এই তিন কারণে অন্তরে রিয়ারভাব সৃষ্টি হয়। **এই রিয়া সম্পর্কে তাছাওউফ শিক্ষা দশম খন্ডে বিশদ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা আছে।**

৩। প্রশ্ন ঃ– রিয়ার আলামত কি ?

উত্তর ঃ– সমাজের মধ্যে থাকা কালে সুন্দর করিয়া এবাদত করা আর নির্জনে গাফলতী করা।

৪। প্রশ্ন ঃ– রিয়ার এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ– সব সময় একভাবে এবাদত করা ও পীরে কামেলের কাছে থাকিয়া কঠোর রিয়াজত করা।

প্রকাশ থাকে যে, দেলের মধ্যে যত বিমার আছে, তন্মধ্যে রিয়াও একটি বড় রকমের কঠিন বিমার। এই বিমারের জন্য আবেদের সমস্ত এবাদত বন্দেগী বরবাদ হইয়া যাইবে এবং দোজখে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

তিরমিজি শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে–

হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন – তোমরা আল্লাহর নিকট জোব্বল হোজ্ন হইতে মুক্তি প্রার্থনা কর। ছাহাবাগণ বলিলেন, হযরত উহা কি ? তিনি বলিলেন, উহা দোজখের একটি নালা। স্বয়ং দোজখ প্রত্যেক দিবস চারিশতবার উহা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতে থাকে। ছাহাবাগণ বলিলেন, হযরত উহার মধ্যে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি বলিলেন **(মূলকথা)** যে দরবেশ লোকদেরকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য সমূহ করে।

ছহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে, প্রথমেই কেয়ামতের দিবসে লোকদের মধ্যে একজন শহীদের বিচার করা হইবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে আনয়ন পূর্বক তাহার দান রাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন, সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া লাইবে, তৎপরে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিবেন, তুমি এই সমুদয়ের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ ? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার পথে ধর্ম যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিবে এজন্য তুমি জেহাদ করিয়াছিলে, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। তখন আল্লাহর আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৎপরে এরূপ একজন লোককে আনয়ন করা হইবে, যে ধর্ম বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিল, (অন্যকে) উহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল, কুরআন পাঠ করিয়াছিল। তৎপরে আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় দান রাশির কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি তৎসমস্তের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে ? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি ধর্মজ্ঞান অর্জন করিয়াছিলাম ও অন্যকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলাম এবং তোমার জন্য কুরআন পাঠ করিয়াছিলাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলিবেন তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তুমি এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে বিদ্বান বলিবে এবং এই জন্য কুরআন পাঠ করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে 'ক্বারী' (কুরআন পাঠকারী) বলিবে, লোকে তোমাকে (বিদ্ধান ও ক্বারী) বলিয়াছিল, তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

অতঃপর এরূপ একজন লোককে আনয়ন করা হইবে যাহাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেওয়া হইয়াছিল, তৎপরে আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে স্বীয় দান রাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এতদসমূহের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে ? সে ব্যক্তি বলিবে যে যে স্থানে অর্থদান করা তোমার অভিপ্রেত ছিল, আমি তৎসমূহ স্থানে উহা দান করিয়াছি, আমি উহা কোন প্রকার ত্যাগ করি নাই। আল্লাহ তা'য়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে, এই উদ্দেশ্যে তুমি দান করিয়াছ, লোকে তোমাকে দাতা বলিয়াছে। তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

অতএব, রিয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রত্যেকের জন্যই একান্ত কর্তব্য। [প্রকাশক]

বিঃ দ্রঃ – গুরুরের বিবরণ তাছাওউফ শিক্ষা দশম খন্ডের শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত [ফাজায়েল]

১। প্রশ্ন ঃ- ফাজায়েল বা ভাল হালাত কয় প্রকার ?

উত্তর ঃ- ফাজায়েল বা ভাল হালাত বহু প্রকার আছে। তবে এখানে মোটামুটি (মৌলিক) দশ প্রকার লিখা গেল। যথা -

১. তওবাহ ২. ছবর (কানায়াত, রেযা) ৩. শোকর ৪. তাওয়াক্কুল (তাছলিম, যোহদ, অরা) ৫. ইখলাছ ৬. খওফ ৭. রজা ৮. মুহাব্বত ৯. মোরাকাবা ১০. মুহাছাবা।

بسم الله الرحمن الرحيم

তওবার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- তওবাহ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- গুণাহ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং মাকামে বোয়দ হইতে মাকামে কোরবের দিকে রুজু হওয়াকে তওবাহ বলে।

আম লোকের তওবাহ জাহেরী গুনাহ হইতে এবং ছালেহিনদের তওবাহ বাতেনী গুনাহ হইতে এবং মুত্তাকি লোকদের তওবাহ শক শোবাহের কাজ হইতে এবং মুহিব্বিনদের তওবাহ সে যে মাকামে আছে সেই মাকাম হইতে হইয়া থাকে।

২। প্রশ্ন ঃ- তওবার ছবব কি ?

উত্তর ঃ- খওফে এলাহি।

৩। **প্রশ্ন ঃ-** তওবার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- গুনাহের কাজে লিপ্ত না হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- তওবার এ’লাজ কি ?

উত্তর ঃ- দোজখের ভয় করা, মৌত ও হাশরের চিন্তা করা এবং পীরের ছোহ্‌বতে থাকিয়া রিয়াজত করা।

প্রত্যেক তওবাহকারীর চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, সে যে গুনাহ হইতে তওবাহ করিয়াছে সেই গুনাহ হাক্কুল্লাহ না হক্কুল এবাদ। যদি হক্কুল এবাদ হয় তবে হকদারের হক আদায় করিয়া দিবে।

আর যদি হক্কুল্লাহ হয় (অর্থাৎ আল্লাহর হক নষ্ট করার কারণে গুনাহ হইয়া থাকে।) তবে দেখিবে তাহার কোন কাজা কাফ্‌ফারা আছে কি না ? যদি থাকে তবে তাহা আদায় করিতে থাকিবে।

প্রত্যেক মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, হক্কুল এবাদ দুনিয়াতে থাকিয়া আদায় না করিলে হাশরের ময়দানে নেকীর বিনিময়ে আদায় করিয়া দিতে

হইবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে হকদারের গুনাহের বোঝা মাথায় লইয়া তাহার দোজখ ভোগ করিয়া দিতে হইবে।

হক্কুল এবাদ নষ্ট করা এত বড় কঠিন গুনাহ যাহা লক্ষ লক্ষ বার তওবাহ আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করিলেও মাফ হয় না বা লক্ষাধিক নেকী অর্জন করিলেও মাফ হয় না। এমনকি ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হইয়া গেলেও মাফ হয় না।

এ**দেশের লোকেরা পিতা-মাতার** নামে বড় রকমের জেয়াফত খাওয়াইয়া যে টাকা পয়সা ব্যয় করিতেছে উক্ত টাকাগুলি পিতামাতার দেনা অর্থাৎ তাহারা যে সুদ, ঘুষ ও পরের হক নষ্ট ইত্যাদি করিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে পিতা-মাতার হকও আদায় হইয়া যাইবে এবং তাহাদের নাজাতের রাস্তাও পরিস্কার হইয়া যাইবে।

আর স্ত্রীর নামে যে জেয়াফত খাওয়াইতেছে ঐ টাকাগুলি দ্বারা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় তাহার জন্য শরীয়তী পর্দার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। তাহা হইলে স্ত্রীর বেহেশতের রাস্তাও পরিস্কার হইয়া যায় এবং স্ত্রীর হকও আদায় হইয়া যায়।

আর ছেলেমেয়েদের উচ্চ বিবাহের উচ্চতা রক্ষার জন্য যে অপ্রয়োজনীয় কাজে অসংখ্য টাকা ব্যয় করিতেছে উক্ত টাকাগুলি তাহাদের দ্বীনি ইল্‌মের শিক্ষার সু-বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যয় করা উচিত। তাহা হইলে ছেলেমেয়ের উচ্চ বিবাহের কাজও সমাধা হইয়া যায় এবং হকও আদায় হইয়া যায়।

এদেশে কত লোক আছে তাহারা সারা জীবন পরের ক্ষতি, পরের হক নষ্ট, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি কাজে রত থাকে। মৃত্যুর দুই একদিন পূর্বে মৌখিক ভাবে তওবাহ করিয়া তাছবিহ পড়া আরম্ভ করে। আর সে মনে করে যে, তাহার উক্ত মৌখিক তওবাহ্ তাছবিহ্ই মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

আর কতক লোক আছে, তাহারা ধারণা করে, আমরা সারাজীবন সুদ, ঘুষ, পরের হক নষ্ট ইত্যাদি কাজ যতই করিনা কেন আমাদের দোজখে যাইতে হইবে না। কারণ, উপযুক্ত সন্তান রাখিয়া যাইতেছি। তাহারা উপযুক্ত রকমের জেয়াফত খাওয়াইয়া হাজার হাজার নামাজী, বে-নামাজী, সুদখোর, ঘুষখোর, ইত্যাদি লোকের অন্তর খুশী করিবে; তাহাতেই মহা প্রভু আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হইয়া তাহাদের সারা জীবনের সুদ, ঘুষ ও পরের হক নষ্ট ইত্যাদির গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং সপ্ত দোজখের দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন। সুতরাং, জেয়াফতই মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

এক্ষণে, ত্বরীকা শিক্ষার্থী ভাইদের নিকট আরজ, সাবধান! আপনারা উপরোল্লিখিত লোকদের ন্যায় শুধু মৌখিক তওবাহ ও মোরাকাবায় বসিয়া রোদন করাকে যথেষ্ট মনে করিবেন না। আপনারা একখানা পয়সা দেনা রাখিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন না। কেননা দেনা বা হক্কুল এবাদ নষ্ট করার গুনাহ মৌখিক তওবায় মাফ হয় না।

হাদীছ শরীফে আছে - একজন ছাহাবা হযরতকে বলিলেন, হুজুর আমি যদি জিহাদের ময়দানে গিয়া জিহাদ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যাই, তবে আমার গুনাহরাশি মাফ হইবে কি ? হযরত বলিলেন, হ্যাঁ মাফ হইয়া যাইবে। যখন সে কিছু দূর চলিয়া গেল, তখন পুনঃ ডাকিয়া বলিলেন, হে ছাহাবাহ! তোমার সমস্ত গুনাহ জিহাদের ছববে মাফ হইয়া যাইবে, কিন্তু তোমার দেনা মাফ হইবে না। এই মুহূর্তে হযরত জিব্রাইল আলাইহিচ্ছালাম আমাকে এই মাছয়ালা বাতাইয়া গেলেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইখ্‌লাছের বর্ণনা

১। প্রশ্ন ঃ- ইখ্‌লাছ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- এবাদত এবং অন্যান্য নেক কাজ শুধু একমাত্র আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে করা, নফছের খাহেশ কিংবা অন্য কোন লোকের সন্তুষ্টি আকর্ষণ বা নাম যশের আকাঙ্খা উহার সঙ্গে মিশ্রিত না করা।

২। প্রশ্ন ঃ- ইখলাছের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- মোরশেদে কামেলের তায়াজ্জোহ এবং কঠোর রিয়াযত করা।

৩। প্রশ্ন ঃ- ইখলাছের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- নির্জনে ও লোক সাক্ষাতে একই রকম বন্দেগী করা ।

৪। প্রশ্ন ঃ- ইখলাছের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- এবাদত বন্দেগীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ধারনা করা। ইখলাছ হাছিল করিতে না পারিলে সমস্ত বন্দেগী মূল্যহীন বা গায়ের মকবুল ধারণা করা এবং তাছাওউফের ইল্‌ম ভাল রকম শিক্ষা করা।

ইখলাছ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ৩০ নং পারা সূরা আল বায়্যিনাতে ইরশাদ করিয়াছেন -

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين -

মূলঅর্থ ঃ - তাহাদিগকে ইহাই আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ইবাদত করে অর্থাৎ ইবাদত করার সময় অন্তরের মধ্যে রিয়া না রাখিয়া বরং ইখলাছের সহিত বন্দেগী করে।

ইখলাছসহ তাছাওউফের বিশ প্রকার মৌলিক বিষয়ের বিবরণ জানার জন্য তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ড হইতে ১৫ নং খন্ড পর্যন্ত কিতাবসমুহ পাঠ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

যোহদের বর্ণনা

১। প্রশ্ন ঃ- যোহদ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- মনে যে জিনিস চায় তাহা ছাড়িয়া তাহা অপেক্ষা ভাল জিনিসে মন লাগানকে যোহদ বলে। যেমন- দুনিয়ার দিকে সাধারনত মনের টান হয়, ইহাকে ছাড়িয়া আখেরাতের দিকে মন দেওয়া।

২। প্রশ্ন ঃ- যোহদের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- দুনিয়া অস্থায়ী এবং আখেরাতের নেয়ামত অসীম, অনন্ত এবং চিরস্থায়ী, এই সব মনে করিয়া চিন্তা করা।

৩। প্রশ্ন ঃ- যোহদের আলামত কি ?

উত্তর ঃ হারাম ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত না হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- যোহদের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- সকল কাজ শরীয়তের মোয়াফেক করা এবং পীরে কামেলের ছোহ্বতে থাকিয়া দফে হোব্বে দুনিয়ার মোরাকাবা খুব বেশী করিয়া করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

অরা'র বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- অরা' কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- সন্দেহ মূলক কার্য ও সন্দেহ মূলক খাদ্য পরিত্যাগ করাকে অরা' বলে।

২। প্রশ্ন ঃ- অরা'র ছবব কি ?

উত্তর ঃ- দোজখের চিন্তা ও বেহেশতের কল্পনা খুব বেশী করিয়া করা।

৩। প্রশ্ন ঃ- অরা'র আলামত কি ?

উত্তর ঃ- সন্দেহজনক কাজে পতিত না হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- অরা'র এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- সকল কাজ শরীয়তের মোয়াফেক করা এবং সন্দেহজনক কাজ হইতে পরহেজ থাকা এবং রিয়াযত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

শোকরের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- শোকর কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- আমরা যেসব অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত দিবারাত্র ভোগ করিতেছি, সে সবই যে আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের দান ইহা মনে করিয়া চিন্তা করা এবং যে নেয়ামত যে কাজের জন্য দান করিয়াছেন সেই কাজে খরচ করার নাম শোকর।

২। প্রশ্ন ঃ- শোকরের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- নেয়ামত এবং নেয়ামতদাতা এবং কি জন্য নেয়ামত দান করিয়াছেন তাহার কারণ জানিয়া লওয়া।

৩। প্রশ্ন ঃ- শোকরের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- শরীয়তের মোয়াফিক আমল করার ক্ষমতা পয়দা হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- শোকরের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- পীরে কামেলের ছোহবতে থাকিয়া রিয়াযত করা।

শোকরের রোকন তিনটি যথা- ১। ইল্‌ম ২। হাল ৩। আমল।

১। সমস্ত নেয়ামত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ধারণা করাকে ইল্‌ম বলে।

২। এই নেয়ামতের কারণে দেল খোশ হওয়াকে হাল বলে।

৩। যেই নেয়ামত যেই কাজের জন্য দেওয়া হইয়াছে সেই কাজে খরচ করাকে আমল বলে।

মানুষের দেল, জবান, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ সর্বাঙ্গ দ্বারা এবং মাল দৌলত দ্বারা শোকর আদায় করিতে হইবে।

এক্ষণে, যাহারা দিল, চক্ষু ও কর্ণ এই তিন চিজের শোকরিয়া আদায় করার জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষক (অর্থাৎ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট হাদী বা নায়েবে রাসূল) গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা শোকরিয়া- আদায় করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বেহেশ্‌ত ভবনের উপযুক্ত হইয়াছেন। আর যাহারা শিক্ষা এবং শিক্ষক গ্রহণ করিতেছেনা তাহারা দোযখে পতিত হইবে।

-ঃ মহা উপকারী জরুরী ব্যাখ্যা ঃ-

মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন -

لتؤمنن به ولتنصرنه

অবশ্য অবশ্যই তোমরা বিশ্বনবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা তাঁহাকে কুরআন প্রচারের কাজে সাহায্য করিবে। বর্ণিত আয়াতের মর্মে বিশ্ব নবীকে আর বিশ্ব নবীর অবর্তমানে যুগের নায়েবে নবীকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং কুরআন প্রচার কাজে তাবলীগে হুকমী হিসাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা ইহলে নবী ও নায়েবে নবী যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, তাহার শোক্‌রিয়া আদায় হইবে, অন্যথায় শোক্‌রিয়া আদায় হইবে না।

নবী রাসূল বা নায়েবে রাসূলের ব্যাপারে শোক্‌রিয়া আদায়ের জন্য আদব রক্ষা করাও এক অপরিহার্য জরুরী কর্তব্য। **শায়খুল হাদীছ মাওলানা মোঃ আজীজুল হক সাহেব কর্তৃক অনুবাদকৃত (প্রথম সংস্করণ) মছনবী শরীফ ১ম খন্ডের ১৭৫নেম্বর পৃষ্ঠায় লিখা আছে -**

شکر کن مرشاکران رابنده باش * پیش ایشان مرده شو یا ینده باش

শোকরে কুন মর্‌ শা - কেরা-রাঁ বন্দা বাশ- পেশ্‌ ঈশা মোর্‌দা শো পায়েন্দা বাশ।

অর্থ ঃ- আল্লাহর শোক্‌র আদায়কারী কামেল মোরশেদগণের শোকর কর এরূপে যে, তাহাদের গোলাম হইয়া যাও। কামেল পীর মোর্শেদের সম্মুখে মৃতের ন্যায় হও; তাহা হইলে অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ খাঁটি পীর মোর্শেদ পাইলে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুস্বরণে মৃতের ন্যায় থাক। বাক-বিতন্ডা, তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে তাঁহার অনুস্বরণে চল। কামেল মোর্শেদের সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুস্বরণে মৃতের ভূমিকা পালন করতঃ সংযম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মার সুচিতা (কল্যাণ) লাভ করা ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।

আর এই ব্রত (অর্থাৎ পুণ্য লাভ ও পাপ ক্ষয় প্রভৃতির জন্য ধর্ম কার্য ও এবাদত বন্দেগী করা) পালন ও এই পর্ব অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ বর্ণিত গুণসমূহ অর্জনের জন্য যত সময় বা বৎসর সমূহের প্রয়োজন হয় তত সময় ও বৎসরসমূহ কামেল পীরের নির্দেশ মোতাবেক মহা চেষ্টা সাধনা বা রিয়াজাত মোজাহাদা না করিয়া) যাহারা পীর মোর্শেদ সাজিয়া বসে বস্তুতঃ তাহারা মানুষের আত্মজীবন (এবং ঈমান ও পরকাল) ধ্বংসকারী ধর্ম ডাকাত বটে। (অতএব, বর্ণিত ব্যাপারে সাবধান, সতর্ক হওয়া একান্ত কর্তব্য। আর উপরোক্ত ব্যাপারে ভুলে পতিতদের কাল বিলম্ব না করিয়া খালেছ তওবাহ করতঃ পূর্ণভাবে সংশোধন হওয়া অপরিহার্য মহা জরুরী)।

মাল আল্লাহর নেয়ামত। এই মালের শোকরিয়া হইল মাল আল্লাহ্‌ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যে মাল খরচ করা।

মহান আল্লাহ মাল দান করিয়াছেন সংসার রক্ষা, ধর্ম রক্ষা ও গরীব রক্ষা বিশেষতঃ এই তিন কাজে খরচ করার জন্য। কাজেই বর্ণিত তিন কাজে মাল ব্যয়

করিলেই মাল যে আল্লাহর নেয়ামত উহার শোক্‌রিয়া আদায় হইবে। আর সাধ্যনুযায়ী উক্ত তিন কাজে মাল ব্যয় না করিলে মালের নাশোক্‌রী করা হইবে।

আল্লাহ্‌র দ্বীন শিক্ষা উহার প্রচার কায়েমের ক্ষেত্রে ❑ **১।** কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষক কামেল মোর্শেদকে শিক্ষা প্রদান কাজে সাহায্য করা অর্থাৎ শিক্ষা খরচ বা বেতন খরচ প্রদান করা। ❑ **২।** আল্লাহ্‌র কুরআন প্রচারের কাজে কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট হাদী বা সঠিক কুরআন প্রচারক নায়েবে রাসূলকে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করা। ❑ **৩।** আর দ্বীন ইসলামের উপর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের আছবাব-হাতিয়ার বর্তমানে কিতাব গং ছাপানো, বাহাছ ইত্যাদির জন্য নায়েবে রাসূলকে যুদ্ধ ফান্ড হিসাবে অর্থ বা মাল প্রদান করা কুরআন, কিতাব মতে ওয়াজিব (ফরজ) ।

অতএব, বর্ণিত তিনও কাজে সাধ্যমতে মাল প্রদান করা মালের শোক্‌রিয়া; আর উক্ত কাজে মাল প্রদান না করা মালের না শোক্‌রী।

মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে ১৩ পারা সূরা ইব্রাহীমের ৭ নং আয়াতে ফরমাইয়াছেন –

لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید -

অর্থাৎ – যদি তোমরা নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর তবে অবশ্যই তোমাদেরকে নেয়ামত বৃদ্ধি করিয়া দিব; আর যদি নেয়ামতের শোক্‌রিয়া আদায় না করিয়া বরং নাশোক্‌রী কর তবে নিশ্চয় আমার আজাব অত্যন্ত শক্ত।

অতএব, আখেরাতের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই শোক্‌রিয়া আদায় করিতে হইবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত যে কাজের জন্য দিয়াছেন সেই কাজে খরচ করিতে হইবে।

শক্তি আল্লাহর নেয়ামত। আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তি দান করিয়াছেন প্রয়োজন পরিমাণ সাংসারিক কাজে জায়েজ পন্থায় ব্যয় করার জন্য, আর বিশেষ করে শক্তিকে দ্বীন শিক্ষা, আমল বন্দেগী করা ও দ্বীন প্রচার কায়েমের খেদমত করা এবং অন্যায় ও পাপ সমাজ থেকে উৎখাত করার কাজে ব্যয় করার জন্য। কাজেই প্রত্যেকেরই উপরোক্ত কাজে কিতাবী বিধান মতে শক্তি ব্যয় করিয়া শক্তির শোক্‌রিয়া আদায় করার চেষ্টা করিতে হইবে।

যাহারা নিজ শক্তি সামর্থকে শুধু সংসারের উন্নতির জন্য ব্যয় করে অথচ উপরোল্লিখিত ধর্মীয় কাজে শক্তি খাটায় না বা শক্তি ব্যয় করে না তাহারা আখেরাতে কঠিন আজাব-গজবে নিপতিত হইবে; কাজেই এই শোক্‌রিয়া গং ব্যাপারে প্রত্যেকের সাবধান হওয়া এবং ভুলে পতিতদের খালেছ তাওবাহ করা একান্ত জরুরী।

◈ **শোকরসহ তাছাওউফের** বিশ প্রকার মৌলিক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা জানার জন্য তাছাওউফ শিক্ষা **১ম** খন্ড হইতে **১৫** নং খন্ড পর্যন্ত কিতাব সমূহ পাঠ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছ্লীমের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- তাছ্লীম কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ, নিষেধ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লওয়াকে তাছ্লীম বলে।

২। প্রশ্ন ঃ- তাছ্লীমের ছবব বা কারণ কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালাকে সর্বশক্তিমান ধারণা করা এবং নিজের যাহা কিছু সবই আল্লাহ তা'য়ালার দান মনে করা, নিজের বলিয়া কিছুই ধারণা না করা।

৩। প্রশ্ন ঃ- তাছ্লীমের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ ও রাছুলের আদেশ, নিষেধ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা পয়দা হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- তাছ্লীমের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- পীরে কামেলের ছোহ্বত ও রিয়াজত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছবরের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- ছবর কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুইটি শক্তি আছে, একটি সৎ কাজের দিকে ডাকে, অন্যটি অসৎ কাজে দিকে ডাকে। যেইটি অসৎ কাজের দিকে ডাকে সেইটিকে পরাজিত করিয়া এবং দমন করিয়া যেইটি সৎকাজের দিকে ডাকে সেইটিকে জয়া রাখা এবং অবলম্বন করাকে ছবর বলে।

২। প্রশ্ন ঃ- ছবরের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালার ভয়, মৃত্যুর চিন্তা, কবরের চিন্তা, কেয়ামত দিবসের চিন্তা ও দোজখের চিন্তা অন্তরে আনায়ন করা।

৩। প্রশ্ন ঃ- ছবরের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- সর্ব কাজ শরীয়তের মোয়াফেক হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- ছবরের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- পীরে- কামেলের ছোহবতে থাকিয়া রিয়াযত করা।

উপরোল্লিখিত জিহাদের কারণেই নফছের তিন প্রকার নাম। **যথা- ১। নফছে মোতমাইন্নাহ্ ২। নফ্ছে লাওয়ামাহ্ ৩। নফ্ছে আম্মারা হইয়া থাকে।**

بسم الله الرحمن الرحيم

www.islamicharf.org

কানায়াতের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- কানায়াত কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা যাহা কিছু দান করিয়াছেন তাহা নেহায়েত অল্প হইলেও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকাকে কানায়া'ত বলে।

২ প্রশ্ন ঃ- কানায়াতের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- নিজের চেয়ে অভাব গ্রস্থ লোকের দিকে নজর করা।

৩। প্রশ্ন ঃ- কানায়াতের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- হা-হুতাশ ও অস্থিরতা প্রকাশ না করা।

৪। প্রশ্ন ঃ- কানায়াতের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- অভাবগ্রস্থ লোকদের জীবনী পাঠ করা বা স্মরণ করা ও রিয়াযত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেযার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- রেযা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হইতে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-পীড়া, দারিদ্রতা, শত্রুতা, অনশন (উপবাস ও অনাহারে কাতর হওয়া ইত্যাদি) যাহা কিছু আসে তাহাতে মুখে কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করা এবং দেলে কোন প্রকার বেজার না হওয়া।

২। প্রশ্ন ঃ- রেযার ছবব কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালার সহিত মুহাব্বত বেশী হওয়া।

৩। প্রশ্ন ঃ- রেযার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করা তাহাদের জন্য সহজ হইয়া যাওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- রেযার এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- আখ্লাকে জামিমা দূর করিয়া আখলাকে হামিদাহ পয়দা করতঃ আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমে মত্ত হওয়া এবং সর্ব কাজ শরীয়ত মোয়াফেক করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাওয়াক্কুলের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াক্কুল কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- যে কাজে তদবীর চলে তাহার যথারীতি তদবীর করিয়া এবং যেখানে তদবীর না চলে সেখানে দোয়া করিতে থাকিয়া কৃতকার্যতা ও কার্য সমাধার ভার আল্লাহ্র উপর অর্পণ করিয়া মনে শান্তি রাখা এবং ইহা দ্বারা বিশ্বাস রাখা যে, কার্যে সফলতা লাভ হইলে তাহা আল্লাহ্র রহমতে এবং আল্লাহ্র কুদরতেই হইবে।

২। প্রশ্ন ঃ- তওয়াক্কুলের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তা'য়ালাকে জগতের প্রতিপালক, রিজিকদাতা ও সর্ব শক্তিমান ধারণা করিয়া চিন্তা করিতে থাকা।

৩। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াক্কুলের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- সর্ব কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখার ক্ষমতা পয়দা হওয়া এবং বিপদে ধৈর্যহারা না হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াক্কুলের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- পীরে কামেলের ছোহ্বতে থাকিয়া রিয়াযত করা।

ইল্মে তাছাওউফ সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী মাছায়েল

১। প্রশ্ন ঃ- রাজায়েলগুলির তা'রিফ, ছবব, আলামত ও এ'লাজ না জানিয়া শুধু একটি ত্বরীকা শেষ করিলে রাজায়েলগুলি দূর হইবে কি না ?

উত্তর ঃ— শামি কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় আছে –

ولا يمكن الابمعرفة حدودها واسبابها وعلامتها وعلاجها -

অর্থাৎ ঃ- মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রাজায়েলগুলির তা'রীফ, ছবব, আলামত, এ'লাজ অবগত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা না করিয়া এক ত্বরীকা কেন প্রচলিত চারি ত্বরীকা শেষ করিলেও রাজায়েল দূর করা সম্ভব হইবে না। অতএব, ত্বরীকা শিক্ষার্থীর জন্য তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

২। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই। প্রচলিত নফল ত্বরীকা শিক্ষার সময় পীর ছাহেবদের থেকে যে তাওয়াজ্জোহ নিয়া থাকে উহাতেই হাছিল হইয়া যায় এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন – "অধিকাংশ লোকের ধারণা, ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই, শুধু তাওয়াজ্জোহতে (জিকরুত্ ত্বরীকতের নিয়মানুযায়ী একাগ্রচিত্তে ও বিশেষ মনোযোগের মাধ্যমে মুরীদের অন্তরে আল্লাহর জন্য এশ্ক মহব্বত ও জিকিরের ফয়েজ বা নূর নিক্ষেপ করা) হাছিল হয়। এই ধারণা একেবারে ভুল। শুধু তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হওয়াতো দূরের কথা, ভাল রকম পড়াইয়া বুঝাইয়া হাছিল করাইতে পারিলেও তো সৌভাগ্য।

৩। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইল্ম বয়ানের কাবেল না। ইহা গুপ্ত তত্ত্ব, শুধু তাওয়াজ্জোহতে হইয়া যায়। এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব জাদোত্তাকওয়া কিতাবে **১১২** পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইল্ম বয়ানের কাবেল না, শুধু তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হয়, এই ধারণা একেবারে ভুল। তাছাওউফের ইল্ম ভাল রকম শিক্ষা করা লাগে। এই ভুল ধারণার কারণেই মানুষ এই ইল্ম হইতে মাহরুম রহিয়াছে। লিখক বলেন, তাছাওউফের ইল্মের তা'রীফ না জানার দরুণই এই ভুল ধারণা জন্মিয়াছে।

৪। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইল্ম কিতাবস্থ ইল্ম নহে। ইহা ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিয়াছে" এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- মশহুর আছে তাছাওউফের ইল্‌ম ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিয়াছে, ইহা কেতাবস্থ ইল্‌ম নহে, এই ধারণা একেবারে মিথ্যা ধারণা। জাহেরা শরীয়াতের ইল্‌ম যেরূপ কুরআন ও হাদীস হইতে ছাবেত হইয়াছে, ইল্‌মে তাছাওউফও তদ্রুপ কুরআন ও হাদীস হইতে ছাবেত হইয়াছে।

৫। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করিয়া পীরে কামেল ছাড়া নিজে নিজে কিতাব দেখিয়া আমল করার চেষ্টা করিলে ক্বল্‌বের এছলাহ হইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- মোরশেদে কামেলের ছোহবত এবং তা'লীম ভিন্ন ক্বলবের এছলাহ সম্ভব নয়। **পাক- ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ছাহেব প্রণীত কছদুছ ছাবিলের (বাংলা তরজমা) ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-** দেলের মধ্যে যে সব রোগ (দোষ) থাকে তাহা বুঝে কম আসে। যদি কাহারও কিছু বুঝেও আসে তবুও তাহার সংশোধনের নিয়ম জানা থাকে না। যদি কেহ সংশোধনের নিয়মও জানিয়া লয় তবুও নফ্‌ছের এবং শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একা জয়ী হইতে পারে না। তাই এই সব জরুরাতের কারণে কামেল পীর ধরার আবশ্যক হয়।

তিনি নফ্‌ছের মধ্যে যে সমস্ত সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম রোগ থাকে তাহা বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া **মুরীদকে সতর্ক করিয়া দেন এবং সেই দোষগুলি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার তদবিরও বাতাইয়া দেন।**

তদবিরগুলি যাহাতে শীঘ্র এবং প্রবলভাবে তাছির বা উপকার করিতে পারে সেই জন্য নফ্‌ছের (মনের) মধ্যে যে সব রোগ আছে তাহার চিকিৎসা যাহাতে সহজ হইয়া যায় সেই জন্য এবং নফ্‌ছের মধ্যে দোরস্তির মাদ্দা পয়দা হওয়ার জন্য কিছু জিকির শোগলও বাতাইয়া থাকেন।

তিনি তা'লীমুদ্দিন কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার আদত এবং সাধারণ নিয়ম এই জারি আছে যে, বিনা ওস্তাদে কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় না।

সুতরাং, আল্লাহকে পাওয়ার পিপাসা এবং ত্বরীকাতের দিকে আসার ইচ্ছা যখন ভিতরে জন্মে, তখন ত্বরীকাতের ওস্তাদ তালাশ করা দরকার। আল্লাহ্‌ চাহেতো তাঁহার শিক্ষার ফলে এবং ছোহ্‌বতের বরকতে মকছুদে হাকিকী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে।

শায়েখ ফরিদ (রহঃ) বলিয়াছেন-

کرهوای این سفرداری دلا * دامن رهبر بکیر ویس بیا دارارادت باش صادق ای فرید * تابیابی کنج عرفان راکلید ی
رفیقی هرکه شددر راه عشق * عمر بکزشت ونشد اکاه عشق

মতলব এই যে, আল্লাহকে পাইবার ইচ্ছা থাকিলে কামেল পীর তালাশ করিয়া ধর। কেননা, কামেল পীরের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন ভরিয়া পরিশ্রম করিলেও রাস্তা পাওয়া যায় না।

জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- ''তাছাওউফের উপর আমল করা মুরশিদে কামেলের ছোহ্‌বত তা'লীম ভিন্ন সম্ভব নয়।

তাছাওউফ বিহীন পীরেরা নিঃসন্দেহে নাকেছ পীর

৬। প্রশ্ন ঃ- যে পীরের মধ্যে ইল্‌মে তাছাওউফ নাই সে পীর নাকেছ পীর কি না?

উত্তর ঃ- যে পীরের মধ্যে ইল্‌মে তাছাওউফ নাই সে নিঃসন্দেহে নাকেছ পীর। কেননা, ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ। এই ফরজই যে পীর আদায় করে নাই সে কামেল হয় কেমন করিয়া।

নাকেছ পীর ত্যাগ করা ফরজ

৭। প্রশ্ন ঃ- বহু লোকের ধারণা, পীর নাকেছ হইলেও তাহাকে ছাড়া যায় না এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ নাকেছ পীর পরিত্যাগ করা ফরজ। জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব 'নূরুন আলা নূর' কিতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- **"আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়ার পথে যত বাঁধা আছে তন্মধ্যে বড় বাঁধা হইল নাকেছ পীর।"**

নাকেছ পীরের ছোহ্‌বত মরীদের জন্য "জহরে কাতেল ও মরজে মোহ্‌লেক" অর্থাৎ - হলাহল বিষ ও মৃত্যু বিমার।

মতলব কথা এই যে, নাকেছ পীরের কাছে যতদিন মুরীদ থাকিবে ততদিন নছিবে ইল্‌মে তাছাওউফও নাই, ক্বলবের এছলাহও নাই। সারা জীবন পীর পীর করিয়াই যাইতে হইবে।

[প্রকাশ থাকে যে, ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ উভয় শিক্ষা হাছিল করিয়াছে, সে ব্যক্তি কামেল। কিতাবে আরও আছে, মূল কথা যেই ব্যক্তি শুধু ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাছাওউফ অর্জন করে নাই, সেই ব্যক্তি ফাছেক]

৮। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর আছে, তাহারা তাছাওউফের ইল্‌ম কি জিনিস তাহার আদৌ খবর রাখে না। তাহাদের ধারণা তাছাওউফের ইল্‌ম লাগে না, পীরের তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হইয়া যায়। এই ভুল ধারণার বশীভূত হইয়া মুরীদদিগকে শুধুমাত্র চক্ষুবন্ধ তাওয়াজ্জোহ দিয়া থাকে এবং মনে করে যে, মুরীদের তাছাওউফের ইল্‌ম এই তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হইয়া যাইবে। মুরীদেরা অন্যত্র তাছাওউফের ইল্‌মের ওয়াকেফ আলেমের কাছে গিয়া শিক্ষা করার এযাজত চাহিলে, এযাজত না দিয়া বদ-দোয়ার ভয় দেখায়। এক্ষেত্রে মুরীদের পক্ষে এযাজত ছাড়া অন্যত্র গিয়া ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা জায়েজ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- প্রত্যেক মুসলমানের উপর তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। এই ফরজ কোন পীরের বদ- দোয়ার ভয়ে তরক করা যায় না। যদি কোন পীর বলে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা লাগে না, শুধু চক্ষুবন্ধ তাওয়াজ্জোহতেই হাছিল হয়, তবে ইহা অজ্ঞতা বা ধোকাবাজী। এই শ্রেণীর পীরের এযাজত লওয়ার দরকার হয় না বরং তাহাকে ত্যাগ করা একান্ত জরুরী।

৯। প্রশ্ন ঃ- আমাদের দেশে কতক পীর আছে তাহারা দুই চার বৎসর পরে পরে আসিয়া থাকে। তাহাদের সভাস্থলে দলে দলে লোক চাদর ধরিয়া মুরীদ হইয়া থাকে। তাহাদের ইল্‌মে তাছাওউফ বা ত্বরীকাতের কোনও ছবক তা'লীম নাই, তবে মাঝে মাঝে কতকের কাছে ছাপানো শাজ্‌রা থাকে। এক্ষেত্রে বিনা তলকীনে, বিনা তা'লীমে পীর-মুরীদ সম্বন্ধ স্থাপন হয় কি না ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের তদীয় নূরুন আলা নূর কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - পীর মুরীদি সম্বন্ধ স্থাপন হয় ত্বরীকা বা তাছাওউফ শিখান ও শিখনে। শুধু মৌখিক তওবা বা শাজ্‌রা দানে পীর-মুরীদ সম্বন্ধ স্থাপন হয় না।

মতলব কথা, এই শ্রেণীর পীরেরা দাবি করেন যে, তিনিরা লক্ষাধিক লোকের পীর। আসল কথা ইনিরা একজন লোকেরও পীর না। যেহেতু, তিনিরা একজন লোককেও ত্বরীকা তা'লীম বা তাছাওউফ শিক্ষা দেন না।

ইনিরা যে ত্বরীকা তা'লীম বা তাছাওউফ শিক্ষা না দিয়াই লক্ষাধিক লোকের পীর সাজিয়াছেন তাহা বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নয় বরং বিশেষ আক্ষেপের বিষয় হইল তাহারা লক্ষাধিক লোকের ক্বলবের এছলাহের ভার নিয়া একজনের ক্বলবেরও এছলাহ করিতেছেনা। এমন কি এই অজ্ঞ লোকেরা অন্যত্র গিয়া ক্বলবের এছলাহ করিবে তাহাও দিতেছে না।

১০। প্রশ্ন ঃ- পীর যদি মুরীদের ক্বলবের এছলাহ না করে এবং অন্যত্র গিয়া এছলাহ করিবে তাহাও বন্ধ করিয়া রাখে, তবে পীরের গুণাহ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- পীর ছাহেব বয়ায়াত করার সময় ওয়াদা করেন যে, **মূলকথা** আমি ক্বলবের এছলাহের জন্য ত্বরীকাতের বা তাছাওউফের ইল্ম যথারীতি শিক্ষা দিব এবং ক্বলবের এছলাহের পন্থা, নিয়মাবলী শিক্ষা দিব। পক্ষান্তরে সে ত্বরীকার বা তাছাওউফের ইলমের নাম গন্ধও শিক্ষা দেয় না এবং অজ্ঞ মুরীদেরা অন্যত্র গিয়া শিক্ষা করিয়া ক্বলবের এছলাহ করিবে তাহাও দিতে রাজী না এবং শিক্ষা করা যে জরুরী তাহাও অবগত করাইয়া দেয়না। ইহাতে মস্ত বড় ওয়াদা খেলাফের ও বিশ্বাস ঘাতকতার গুনাহ হয়, যাহা মানুষকে খুন করার চেয়েও অনেক বড়। যেহেতু খুনে মানুষের ইহ জগতের ক্ষতি হয়, আর ক্বলবের এছলাহ না করার দোষে পর জগতের ক্ষতি হয়।

১১। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর আছে তাহাদের বাড়ীতে মুরীদেরা বৎসরে একবার জমা হয়। হাজার হাজার গরু-বকরী ইত্যাদি মুরীদেরা নিয়া আসে। অসংখ্য মেয়ে লোকেরাও জমা হয়। হুক্কা, বিড়ি অনবরত চলিতে থাকে। গান, বাজনাও হয়, জিকির আজকারও হয়; কিন্তু ত্বরীকাত বা তাছাওউফ শিক্ষার কোন নাম গন্ধও নাই। মুরীদানের সংখ্যা চল্লিশ হাজারও হইতে পারে। এক্ষেত্রে এই দরবারটি কি রকম ?

উত্তর ঃ- এই দরবারটি একেবারে গোমরাহ দরবার। যেহেতু ত্বরীকাত বা তাছাওউফ শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং হাজার হাজার মেয়ে লোক বেপর্দাভাবে জমা হয়। এরূপ পীরকে শরীয়তী কাজীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া তা'জীর (শক্ত ধমকও শাস্তি) করান দরকার এবং মুরীদানের পক্ষে উক্ত গোমরাহ দরবারটি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা ফরজ।

উক্ত দরবারের মুরীদেরা যতদিন পর্যন্ত উক্ত দরবার ত্যাগ না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সমাজ বন্ধ রাখা মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যে সমস্ত মুন্সি ছাহেবেরা উক্ত পীর বা উক্ত পীরের মুরীদদের বাড়ী দাওয়াত খাইতেছে ও উক্ত পাপকার্য সমর্থন করিতেছে তাহাদেরও সমাজ বন্ধ রাখা ওয়াজিব।

১২। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর আছে মুীরদেরা তাহাদের পায়ে সেজদা করে, কবরকে সেজদা করে ও হারাম গান-বাজনা করে। যাহারা এরূপ পীরের মুরীদ হইয়াছে তাহারা কি করিবে ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব নূরুন আলা নূর কিতাবে লিখিয়াছেন- এই বেশরা পীরের কাছে মুরীদ হওয়া হারাম। যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ মুরীদ হইয়াছে তাহারা তওবাহ করিয়া ঐ পীর ছাড়িয়া দিবে এবং কামেল পীর অন্বেষন করিয়া লইবে এবং তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা করিবে।

১৩। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত দরবারে শরীয়তী পর্দার কোন বিধান নাই, মেয়েলোকেরাও প্রকাশ্যভাবে উরুসের সময়ে পুরুষদের পাশা-পাশি যোগদান করে। পুরুষদের সাথে

একসাথে জিকির করে ও উরুসে বসিয়া ওয়াজ শুনে, দরবারে বাদ্য-বাজনাসহ গান ও জিকির করে, কবরকে সেজদা করে পীরদের পায়ে সেজদা করে, অবৈধ গান-বাজনাকে হারাম স্বীকার না করিয়া বরং উহাকে জায়েজ বলে দাবী করে। ইহা ছাড়াও তাহারা মুখে ত্বরীকতের দাবী করিলেও সত্যিকারের ইল্‌মে ত্বরীকত তাদের কাছে নাই ইত্যাদি জায়গায় যাহারা মুরীদ হইয়াছে, তাহারা কি করিবে ?

উত্তর ঃ- উল্লিখিত জায়গায় যাহারা মুরীদ হইয়াছে তাহারা তওবাহ করিয়া ছাড়িয়া দিবে। কেননা, ঐসব জায়গায় আসল ত্বরীকত বা তাছাওউফের ইল্‌ম নাই। সুতরাং ক্বল্‌বের এছলাহও নাই এবং প্রশ্নে উল্লেখিত নাজায়েজ বা হারাম কাজে তাহারা জড়িত আছে, কাজেই এরূপ পীরের দরবারে পাপের বোঝা ভারী করিয়া লাভ কি ? পাপ ও যেমন তেমন না। যাহা বিদ্‌আত , হারাম , শিরক ও কুফরী। যাহাতে ঈমান ও আমল সবই নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত জায়গায় যাহারা মুরীদ হইয়াছে, তাহারা যতদিন পর্যন্ত উক্ত বিদআতী পীরকে তওবাহ করিয়া ছাড়িয়া না দিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করা ওয়াজিব।

১৪। প্রশ্ন ঃ- একজন লোক দ্বীনি ইল্‌ম মোটেই শিক্ষা করে নাই। সামান্য কিছু বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া বহুদিন যাবৎ পুলিশের চাকুরী করিত। এই চাকুরী অবস্থায় নানা প্রকার বিমারের তদবির করিত। বর্তমানে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া নিজেকে নিজে পীর ছাহেব বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাড়ীতে উরুস করা আরম্ভ করিয়াছে। পুরুষ ও মেয়েলোক মুরীদ হইতেছে, মুরীদেরা পীরের পায় সেজদা করে। উরুসের সময় মুরীদেরা গান করে এবং বাজনার সহিত জলি জিকির করে। এক্ষেত্রে এই পীর ছাহেব কি রকম পীর ? তাহার কাছে মুরীদ হওয়া এবং এই প্রকার উরুসে মুসলমানের যোগদান করা জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ- এই পীর ছাহেব একজন দাগাবাজ ভন্ড পীর। যেহেতু তাহার ইল্‌ম নাই অথচ ইল্‌ম দান করিতে বসিয়াছে। **আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদে বলিয়াছেন মূলকথা- ''মুর্খ মানুষ পশুর সমতুল্য''** এক্ষেত্রে পীর ছাহেব বিদ্যাহীন পশু সমতুল্য লোক হইয়া পীর সাজিয়াছে। ইহা দাগাবাজী ও ভন্ডামী ছাড়া আর কি হইতে পারে। যাহা হউক, এরূপ ভন্ড দাগাবাজের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ নাই। যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ মুরীদ হইয়াছে তাহারা তওবাহ করিয়া তাহার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিবে।

এই ভন্ড দাগাবাজ লোকটি যতদিন পর্যন্ত তাহার পীরগীরি ও উরস করা হইতে তওবাহ না করিবে ততদিন পর্যন্ত সমাজ বন্ধ রাখা মুসলমানের পক্ষে ওয়াজিব।

১৫। প্রশ্ন ঃ- একজন ইংরেজী শিক্ষিত লোক ইল্‌মে তাছাওউফ বা ত্বরীকত কিছুই শিক্ষা করে নাই। সে বহু লোকের চাঁদা দ্বারা প্রতি মাসে বড় ডেক বোঝাই করিয়া সিন্নি পাকাইয়া বহু লোককে খাওয়াইয়া তাহার ছওয়াব বড় পীরের নামে পাঠাইতেছে। সে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শাহ্ ছাহেব বলিয়া মশহুর হইয়াছে। এক্ষেত্রে এই পীর ছাহেব কেমন পীর এবং তাহার কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ- এই পীর ছাহেব একজন মস্ত বড় দাগাবাজ ভন্ড পীর। যেহেতু পীর ছাহেব সাজিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে তাহার মধ্যে পাঁচটি ছিফাত থাকা দরকার। তন্মধ্যে এ পীর ছাহেবের একটি ছিফাতও নাই। **যথা -** প্রথমে ইল্‌মে দ্বীন অর্থাৎ কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম থাকা দরকার। অথচ শাহ্ ছাহেব দ্বীনি ইল্‌মের মাদ্রাসায় ভর্তিও হয় নাই। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া মহাপন্ডিত হইলেও কুরআন-হাদীছের ইল্‌মে একেবারে মুর্খ। এই মুর্খতা দূর করার পূর্বেই যে সে পীর সাহেব সাজিয়াছে, ইহাই তাহার ভন্ডামী বা দাগাবাজী।

তারপর, দ্বীনি ইল্‌মের মাদ্রাসায় ১৬ বৎসর অধ্যয়ন করিলে একজন মাওলানা সাহেব হইতে পারেন বটে, কিন্তু পীর ছাহেব হইতে পারেন না। যেহেতু পীর ছাহেব হইতে হইলে ত্বরীকাত বা তাছাওউফের ইল্‌ম হাছিল করিতে হয়।

শাহ্‌ ছাহেব ত্বরীকত বা তাছাওউফের ইল্‌ম হাছিল না করিয়াই পীর ছাহেব সাজিয়াছেন, ইহাও তাহার মস্ত বড় ভন্ডামী ও দাগাবাজী। আর বাকী চারিটি ছিফাতের আলোচনা করার দরকার হয় না। যেহেতু মুর্খ লোক পীর হইতে পারে না। অতএব, এই পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ নাই এবং তাহার সিন্নির চাঁদা দেওয়াও জায়েজ নাই।

কারণ তাহার সিন্নি হইল মানুষ ধরা কল মাত্র। শাহ্‌ ছাহেব ধারণা করিয়াছে যে, বর্তমান জামানায় সব রকমের কল অচল হইলেও তাহার সিন্নির কলখানা অচল হইবে না। সিন্নির লোভে পড়িয়া দেশের অজ্ঞ সমাজ সবই মুরীদ হইয়া যাইবে।

হক কথা বলিতে কি, এদেশের লোকের সিন্নির লোভও আছে এবং সিন্নির দাওয়াত কিছু ভালওবাসে, কিন্তু সিন্নি খাইয়া যার তার কাছে মুরীদ হওয়াটা অত পছন্দ করে না। সুতরাং দেখা যায় এযাবত সিন্নির দরবার যতটা খোলা হইয়াছে একটাও তো বৎসর কাল টিকিতে পারে নাই। যেখানে মোহাক্কেক আলেমের যাতায়াত আছে সেখানেতো সিন্নির দরবারটা ২৪ ঘন্টাও টিকিয়া থাকিতে পারে না। আর যে সমাজের মধ্যে দুই একজন লোকও শিক্ষিত ঈমানদার আছে সেই সমাজেও সিন্নির পীরের জায়গা নাই।

১৬। প্রশ্ন ঃ- কতক মাওলানা ছাহেবানরা আছেন তাহারা বলেন পীর ধরিতে হয় মাছুম অর্থাৎ নিখুঁত পীর। আমরা সারা জীবন মাছুম পীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি, কোথাও খোঁজ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ জামানায় পীর ধরা যায় না। আমাদের জিজ্ঞাসা, সত্যই কি এ জামানায় পীর ধরা যায় না ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) নূরুন আলা নূর কিতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- মুরশিদ নিখুঁত অর্থাৎ মাছুম হওয়া শর্ত নয়। পয়গাম্বর ছাড়া কোন মানুষই মাছুম হয় না। (অর্থাৎ সমগ্র জীবনে অতি সামান্য একখানা ছগীরাহ্‌ বা অতি ছোট-খাট ত্রুটিও হয় নাই, এইরূপ সম্পূর্ণ নিখুঁত বা মাছুম একমাত্র নবী রাসুল ব্যতিত সাধারণত কোন মানুষ হয় না।) যে ব্যক্তি (মানুষ) মাছুম পীরের তালাশে থাকিবে সে মাহ্‌রুম থাকিবে এবং বিনা পীরে কবর শরীফে রওয়ানা হইবে। **যেমন**- বর্তমান জামানায় বহু (ফেক্বাহের) আলেম বিনা পীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সাবধান! কেহ এরূপ আলেমদের ধোকায় পড়িয়া বিনা পীরে মারা যাইবেন না।

-ঃ কুরআন দ্বারা তাছাওউফ (অন্তর শুদ্ধি) অর্জনের প্রমাণ ঃ-

১৭। প্রশ্ন ঃ- কুরআন মজীদে ক্বল্‌বের এছলাহ সম্বন্ধে পরিস্কার ভাবে কোন আয়াত আছে কি না ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদে ছুরায়ে শোয়ারার ৮৮,৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন ঃ-

يوم لاينفع مال ولابنون * الامن اتى الله بقلب سليم-

অর্থাৎ - কেয়ামতের দিবসে মানুষ ক্বলবের এছলাহ না করিয়া মাল, আওলাদ ইত্যাদি যত কিছু হাছিল করিয়া উপস্থিত হইবে, মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে না। কাজেই **প্রত্যেক মুছলমানের ক্বল্‌বের এছলাহ করিয়া** যাওয়া এই আয়াতের নির্দেশ।

-ঃ হাদীছের দ্বারা তাছাওউফ অর্জনের প্রমাণ ঃ-

১৮। প্রশ্ন ঃ- বিশ্ব নবীর হাদীছে ক্বল্‌বের এছলাহ সম্বন্ধে পরিস্কার ভাবে কিছু আছে কি না ?

উত্তর ঃ- বোখারী শরীফের হাদীছে আছে -

الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب -

অর্থাৎ – মানুষের শরীরের মধ্যে একটুকরা গোস্ত আছে। ঐ গোস্ত টুকরার এছলাহ্ হইলে সর্বাঙ্গের এছলাহ্ হইবে, আর উক্ত গোস্ত টুকরার এছলাহ্ না হইলে কোন অঙ্গের এছলাহ্ হইবে না, ঐ গোস্ত টুকরা হইল মানুষের ক্বল্‌ব। **এই হাদীছের নির্দেশ হইল ক্বল্‌বের এছলাহ্ বা সংশোধন করা।**

১৯। প্রশ্ন ঃ- বহু নামধারী আলেম আছেন কুরআন, হাদীছে একেবারে বিজ্ঞ। তাহারা কি উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ দেখেন না ? তাহারা যে ক্বল্‌বে এছলাহ্ একেবারেই মানেন না, ইহার ভেদ কি ?

উত্তর ঃ- যে শ্রেণীর নামধারী আলেমদের কথা ছাওয়ালে উল্লেখ করা হইয়াছে মূলতঃ তাহারা কুরআন-হাদীসে বিজ্ঞ নন। তাহারা মাদ্রাসা পাশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে কি তাহারা হয়ত বহু দিন যাবৎ অর্থ উপার্জন করিতে হালাল-হারামের তমীজ করেন নাই, হয়ত নিজের বিবি ছাহেবারা পর্দাই করেন নাই বা যাহাদের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া নিষেধ সেইসব বাড়িতে দাওয়াত খাইয়া বেড়াইতেছেন বা ফতুয়া ফারায়েজ দেওয়ার বেলায় হক-না হকের তমিজ করেন নাই। এক্ষেত্রে দেখেন, পীরে কামেল ধরিলে সবই বন্ধ হইয়া যাইবে; বা বহুদিন যাবৎ আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধ আছেন এখন কোন পীরের কাছে পুনঃ হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিলে বহু দিনের পজিশনটা নষ্ট হইয়া যায় না কি ? এই জল্পনা-কল্পনায় থাকার দরুনই উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছের প্রতি লক্ষ্য দিতে পারেন নাই। নচেৎ এই আয়াত এই হাদীছ কেন, বহু আয়াত, বহু হাদীছ কলবের এছলাহ সম্বন্ধে মওজুদ আছে।

যাহা হউক, আমি সকল মুসলমান ভাইদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যদি কোন আলেম বলেন, উল্লিখিত আয়াতে এবং হাদীছে ক্বলবের এছলাহের নির্দেশ নাই, তাহলে আমি সব সময়ের জন্য মোকাবেলা হইতে প্রস্তুত আছি এবং অসংখ্য হক্কানী আলেম আছেন যাহারা আমাদের অবর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত মওজুদ থাকিবেন। সাবধান! কোন আলেম যেন অজ্ঞ মুসলমান সমাজকে ধোকা দিয়া ক্বলবের এছলাহ্ বন্ধ করিয়া পরকাল নষ্ট না করেন।

২০। প্রশ্ন ঃ- কতক লোক আছে, তাঁহারা দিবারাত্র জিকির মোরাকাবায় রত থাকে তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফের নাম শুনিলে বড় রাগ হন। তাহারা বলেন, আমরা ত্বরীকা ধরিয়াছি নেছবাতে বাতেনী পয়দা হওয়ার জন্য। আমাদের নেছবাতে বাতেনী জিকির ও মোরকাবায় হাছিল হইয়া যাইবে। আমাদের তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা লাগিবে না। এক্ষেত্রে এই ত্বরীকা শিক্ষার্থীর উল্লিখিত ধারণা ছহীহ কি না?

উত্তরঃ- নেছবাতে বাতেনী পয়দা হওয়ার জন্য ত্বরীকতের জিকিরই যথেষ্ট, ইল্‌মে তাছাওউফের দরকার হয় না, এই ধারণা ছহীহ্ নহে। কেননা মরহুম হযরত **মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- নেছবাতে বাতেনী পয়দা হওয়ার জন্য "তায়াত(আল্লাহ ও রাছুলের অনুস্মরণ) ত্বহারাত(ফিক্বাহ, তাছাওউফ শিক্ষা ও আমল) এবং আজকার এই তিন চিজের দরকার হয়।**

এক্ষেত্রে ত্বহারাতে নফছ হাছিল হওয়া নির্ভর করে, ইলমে তাছাওউফের উপর, যতক্ষণ পর্যন্ত তাছাওউফের ইল্‌ম হাছিল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্বহারাতে নফছ হাছিল হইতে পারে না। সুতরাং নেছবাতে বাতেনী হাছিল হওয়ার জন্য তাছাওউফের ইল্‌ম একান্ত জরুরী।

তিনি লিখিয়াছেন- যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণভাবে ত্বহারাত হাছিল না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তায়াত এবং আজকারে কোন ফায়েদা হইবেনা। অর্থাৎ ঃ- নেছবাতে বাতেনী পয়দা হইবে

না। যেমন কুয়ার মরা বিল্লি তোলার ব্যবস্থা না করিয়া ষাইট ডোল পানি তোলার ব্যবস্থা করিলে কুয়া পাক হয় না। **তদ্রুপ তাছাওউফের ইলমের দ্বারা নফছের ত্বহারাত হাছিল না করিয়া শুধু জিকির ও মোরকাবায় রত হইলেও দেল পাক হয় না ও নেছবাতে বাতেনী হাছিল হয় না।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- ৮+৫ = তের শর্ত বিশিষ্ট কামেল মোর্শেদ গ্রহণ করতঃ পূর্ণাংগ দ্বীন বিশেষ করে মুহ্‌লিকাতের পধানতঃ দশটি কু-রিপু বর্জন ও মুন্‌জিয়াতের মৌলিক দশটি মহৎগুন অর্জন এই হিসাবে মৌলিক ভাবে বিশটি মাকাম হাছিলের জন্য কামেল মোর্শেদের বাতানো পথে সঠিক ভাবে রিয়াজাত বা চেষ্টার পর চেষ্টা ও মহা সাধনা এবং মনের কু-রিপুর খাহেশ বা চাহিদার বিরুদ্ধে কঠিন মোজাহাদা বা মহা সংগ্রাম করিতে থাকিলে আল্লাহ পিপাসু মুরীদের ক্বলব অছূল ইলাল্লাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিবে। তারপরে শুধু আল্লাহর রহমতের বরকতে মতলূবে হাকীকী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সহিত মুরীদের ক্বলবে এক খাছ আকর্ষণ বা বিশেষ তায়াল্লুক পয়দা হয়। এই বিশেষ সম্পর্ক বা তায়াল্লুককেই নিছবাত, ছাকীনা, নূর ইত্যাদি বলে। **[প্রকাশক]।**

বাংলা কছদুছ্ ছাবিলের ভুল ধারণার বয়ানে লিখা আছে - "জাহেরী, বাতেনী, ফরজ, ওয়াজিব ঠিক না **করিয়াই শুধু কতকগুলি অজিফা** পড়াতেও কোন লাভ নাই" তা'লীমে **মারেফাতের ৫ম পৃষ্ঠায় লিখা আছে – "ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা পরলোকদর্শী ওলামাদের ফতুয়া অনুযায়ী ফরজে আইন।**

সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত উভয়বিধ গুনসমূহ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না হইবে ও তদানুরূপ আমল করিতে বিরত থাকিবে, সে মহাপ্রভু আল্লাহ তা'য়ালার কঠিন কোপে নিপতিত হইয়া কেয়ামতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

২১। প্রশ্ন ঃ- আমাদের দেশে কতক লোক আছে, তাহাদের ধারণা পীরবংশ ছাড়া পীর হইতে পারে না অর্থাৎ কেহ যদি ইল্‌মে জাহের ও ইলমে বাতেন কিতাবী

৫+৮= মোট তের শর্তসহ খুব ভাল রকম শিক্ষা করেন এবং তৎপ্রতি আমলও করেন আর পীর বংশের ছেলে না হন তবে তিনি পীর হইতে পারেন না। আর যদি উক্ত তের শর্তসমূহ সহ দুই ইল্‌ম শিক্ষা নাও করে কিন্তু পীর বংশের ছেলে হন, তবে তিনি পীর হইতে পারিবে। এক্ষেত্রে এই ধারণা ছহীহ কি না ?

উত্তর ঃ- পীর বংশ ছাড়া পীর হইতে পারে না এই ধারণা ঠিক নহে। **যেমন- জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব জাদোত্তাক্ওয়া কিতাবের ৮/৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন** - এই ধারণাটি হিন্দুদের ধারণা। কেননা, তাহারা জাত ব্রাহ্মণের কাছে মন্ত্র নিয়া থাকে। চাই সে লেখা-পড়া জানুক বা নাই জানুক। যদি কেহ মহাপন্ডিতও হয় আর জাতে ব্রাহ্মণ না হয়, তবে তাহার কাছে কেহ মন্ত্র নেয় না।

মুসলিম বৃন্দ ! যাহার কাছে মুরীদ হইবেন সে যদি অকর্মা হয় আর তাহার পরদাদা জগত বিখ্যাত কর্মী হয়, তবে আপনার লাভ কি ? এই ভুল ধারণাতে এদেশের বহু লোক ইল্‌মে তাছাওউফে মূর্খ। এই ধারণা দূর করিতে পারিলে তাছাওউফের ইল্‌ম লোকের নছিবে জুটিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই শ্রেণীর পীরেরাও যদি জানিতে পারে যে, এদেশে এখন জাতের দর নাই। এদেশে বর্তমানে ইল্‌মের দর হইয়াছে। তাহা হইলে তাহারাও জাতের গৌরব ছাড়িয়া দিয়া ইল্‌ম হাছিলে রত হইবে এবং অল্প দিনের মধ্যে তাছাওউফের ইল্‌মে সু-সজ্জিত হইয়া মুরীদানের হক আদায় বা ক্বলবের এছলাহ করিতে সক্ষম হইবে। এবং দাদা পীরের গৌরব নাতি পীরের মধ্যে পুনঃ ফিরিয়া দেখা দিবে।

প্রিয় পাঠক! পীর জাদা ছাড়া যদি পীর না হয়, তবে আমাদের সকলের পীর হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ছাহেব ও হযরত আলী (রাঃ) ছাহেব পীর হইলেন কেমন করিয়া ? তাঁহাদের বাবারাতো পীর হওয়া দূরের কথা মুসলমানও ছিলেন না।

সত্য কথা বলিতে কি, পীর হইতে হইলে পীর জাদা হওয়াতো দূরের কথা মুসলিম জাদা হওয়ারও প্রয়োজন হয় না।

[মোটকথা কওলুল জামীল ও ইরশাদুত তালেবীন কিতাবে উল্লেখিত ৫+৮ মোট তেরটি শর্ত যাহার ভিতরেই থাকিবে সেই ব্যক্তিই পীর হইতে পারিবে]।

২২। প্রশ্ন ঃ- ছেলেরা জাহেরী ইল্‌ম শিক্ষার সময় দেখে কোন মাদ্রাসায় ভাল পড়াশুনা হয়। এমনি কি, যদি দেখে যে, নিজ বাড়ীর মাদ্রাসায় ভাল পড়া হয় না, কিন্তু শত্রু বাড়ীর মাদ্রাসায় ভাল লেখা-পড়া হয়, তবে শত্রুর বাড়ার মাদ্রাসায়ই অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ত্বরীকত শিক্ষার্থী মুরীদেরা কোন পীরের দরবারে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয় তাহা আদৌ দেখে না, বরং তাহারা বাপ, দাদার পীরানা দরবারেই মুরীদ হইয়া থাকে। যদিও বাবা, দাদার পীরানা দরবারে তাছাওউফের ইলেমের শিক্ষা আদৌ না থাকে। এক্ষেত্রে জাহেরী ও বাতেনী তোলাবাদের মধ্যে কাহারা হক পথে আছে ?

বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ- জাহেরী তোলাবারা উক্ত ব্যাপারে হক পথে আছে ইহা প্রকাশ্য কথা। কারণ নিজ বাড়ীর মাদ্রাসা ভাল চলে না। এখানে উলা বা ফাজেল পড়িয়া হয়ত সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান যাইবে না। আর শত্রু বাড়ীর মাদ্রাসা ভাল চলে হয়ত সেখানে উলা পড়িয়া ছিয়াম জামাত পড়ান যাইবে। মাদ্রাসাতো কাহারো গায়ে লিখা থাকিবে না। সারা জীবন কদর হইবে ইল্‌মের।

এ বিষয়ে বাতেনী তোলাবারা না হক পথে আছে। তাহারা এতটুকু মোটা কথাটা বোঝে না যে, বাবার পীরানা দরবারে তা'লীম ও তালকীন নাই, হয়ত এখানে থাকিয়া নাকেস পীর হওয়া যাইতে পারে আর অন্যত্র থাকিয়া তাছাওউফের শিক্ষার ইল্‌ম ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, ক্বলবের এছলাহ হইবে এবং হাজার হাজার লোকের ক্বলবের এছলাহ করার ক্ষমতা পয়দা হইবে।

এক্ষেত্রে নিজের জীবনটা নষ্ট করিয়া বাবা, দাদার পীরের তরক্কীতে লাভ কি? এই মোটা হক কথাটা যত দিন সমাজের বুঝে না আসিবে, ততদিন সমাজের নছিবে ইলমে তাছাওউফ নাই, ক্বলবের এছলাহও নাই; বেশী লেখায় লাভ কি ? দোয়া করি আল্লাহ্ তা'য়ালা সমাজকে হক বুঝিবার তওফিক দান করুন।

-ঃ ওয়াজ করিয়া হাদীয়া গ্রহণ করা ঃ-

২৩। প্রশ্ন ঃ- একদল আলেম ছাহেবরা বলিতেছেন, যে আলেমেরা ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে, তাহারা দোকানদার। যেহেতু ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা নেওয়া জায়েজ না, ভাত খাওয়া জায়েজ না, পান টুকু খাওয়াও নিষেধ। এক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা আমরা যে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ওয়াজের মাহ্‌ফিল করিয়া, ওয়ায়েজ আলেম ছাহেবদিগকে হাজার হাজার টাকা, হাজার হাজার গরু, বকরী দান করিয়া আসিতেছি এবং হাজার হাজার ওয়ায়েজ আলেম ছাহেবদিগকে খানা-পিনা করাইয়া আসিতেছি তাহা কি সবই নাজায়েজ করিয়া আসিতেছি ? বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ- ওয়ায়েজ আলেম ছাহেবদিগকে মুসলমানেরা যে টাকা পয়সা দিয়া থাকে তাহা হাদীয়া স্বরূপ দিলেও জায়েজ এবং ওজরত বাবদ দিলেও জায়েজ। **যথাঃ- জনাব মাওলানা আশ্রাফ আলী ছাহেবের (বাংলা তরজমায়) কছদুছ ছাবিলের** ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- **হাদীয়া কবুল করা ছুন্নাত,** কবুল না করাতে মোমেনের মনে কষ্টে দেওয়া হয়,

আল্লাহ্ তা'য়ালার **নেয়ামতের নাশোক্‌রী** করা হয় এবং হাদীয়া গ্রহণ না করা **তাকাব্বোরের আলামত।**

তাঁহার 'দাওয়াতে আবদিয়াতের' অষ্টম খন্ডে ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- একজন মুসলমান ওয়াজের মাহ্‌ফিলে হাজির হইয়া ওয়ায়েজ ছাহেবকে এক হাজার টাকা বর্তমানের হিসাবে লক্ষ টাকা, হাদীয়া দিয়াছিলেন।

উহার ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- হাদীয়া ভক্ষণে অন্তরে নুর পয়দা হয়, অন্তর হইতে গুনাহের ওয়াছওয়াছা দূরীভূত হয় এবং কাশ্‌ফ হয়।

বঙ্গ বিখ্যাত জনাব মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ছাহেবের তাছাওউফ তত্ত্ব কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- দোর্‌রোল মোখ্‌তারে বর্ণিত আছে- উপদেশ বিদ্বানগণকে মুসলমানেরা উপঢৌকন (তোহ্‌ফা) স্বরূপ যাহা কিছু দান করেন তাহা হালাল।

জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জখিরায়ে কারামতের দ্বিতীয় খন্ডের ২০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- ''রদ্দোল মোহ্‌তারে বর্ণিত আছে- ওয়ায়েজ আলেমদের পক্ষে ওয়াজ করার জন্য ওজরত নির্ধারিত করিয়া নেওয়া জায়েজ।

ভারত বিখ্যাত জনাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব তাঁহার শেষ জীবনে তা'লিমুল মোছলেমীন নামক একখানা ফতুয়া লিখিয়া গিয়াছেন। উহার বাংলা তরজমায় হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব তাঁহার তাবলীগ নামক কিতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

১। প্রত্যেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ একজন উপযুক্ত ওয়ায়েজ উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত রাখিবেন।

২। যে গ্রামে বা শহরে কোন মাদ্রাসা বা সমিতি নাই তথাকার অবস্থাশালী লোকগণ একা একজনে অথবা কয়েকজনে একত্রে মিলিয়া নিজ পকেট হইতে বেতন দিয়া এইরূপ একজন ওয়ায়েজ নিযুক্ত করিবে।

৩। যেখানে এরূপ অবস্থাশালী লোক নাই সেখানকার গরীব মুসলিম জনসাধারণ আপোষে চাঁদা ধার্য্য করিয়া এইরূপ একজন ওয়ায়েজ নিযুক্ত করিবেন এবং সকলে মিলিয়া তাহার খরচ বহন করিবেন। **উহার পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখা আছে।**

৪। অর্থে কুলাইলে এইরূপ ওয়ায়েজের সঙ্গে এমন একজন সহচর বা খাদেম দেওয়া দরকার যে হয়ত দরকার পড়িলে খানা পাকাইয়া দিবে বা বিছানাপত্র উঠাইয়া লইতে পারে। **৭ম পৃষ্ঠায় লিখা আছে।**

৫। ওয়ায়েজ সাহেবের বেতন ধার্য্য করিবার বেলায় পরিস্কার কথায় উভয় পক্ষের স্বীকারোক্তি সামনে পরিস্কার হওয়া দরকার এবং ছুটি অথবা অনুপস্থিতির বেতন কাটা না কাটা সম্বন্ধে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষজ্ঞগণের নির্দেশানুসারে নিয়ম ধার্য্য হওয়া দরকার, যাহাতে পরে কলহ বা মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়।

এক্ষেত্রে পাঠকগণ পরিস্কার বুঝিতে পারিলেন যে, ওয়াজ করিয়া হাদীয়া বা ওজরত বাবত যাহা কিছু নেওয়া হয় তাহা জায়েজ বরং অকারণে হাদীয়া কবুল না করাই গুনাহ। এক্ষেত্রে যাহারা এই জায়েজকে নাজায়েজ ধারণা করে বা নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করে তাহারা তাহাদের মূর্খতা বা ভন্ডামীর পরিচয় দিতেছে।

বর্তমানে কতক আলেম আছে তাহাদেরকে সমাজ হাদীয়া দিতে রাজী না। তবুও তাহারা হাদীয়া কবুল না করার ভাঁন ধরিয়া নিজেদের পরহেজগারীর দৌড় দেখাইয়া, অজ্ঞ সমাজের কাছে মোটা দরবেশ সাজিবার বাসনা করিতেছে। আল্লাহর ফজলে সমাজ যে বর্তমানে একেবারে অজ্ঞ নহে তাহা তাহারা আদৌ চিন্তা করে না।

২৪। প্রশ্ন ঃ- এ বৎসর আমাদের দেশে তাবলীগ জামাতের একজন আলেম আসিয়া কয়েকটি সভা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহারও বাড়ীতে খানা খান নাই এবং কাহারও হাদীয়া গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, এক পেয়ালা চা, এবং একটি পানও খাইতে রাজী হন নাই। আলেম ছাহেবের বিনা এজাজতে এক বাড়ীতে খানা পাক করা হইয়াছিল। তাহাতে উক্ত খানা খাইয়া তাহার চাউল, মুরগী, লবণ, হলুদ, মরিচ ইত্যাদির হিসাব করিয়া দাম দিয়া গিয়াছেন। আলেম ছাহেবের দলের লোকেরা বলে যে, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন আল্লাহর ওয়াস্তে জারী করিতেছেন। ইহার মজুরী আল্লাহর ছাড়া কাহারও নিকট হইতে নিবেন না। এই জন্য তিনি এক পেয়ালা চা খাইতেও রাজী না। আমাদের জিজ্ঞাস্য, ওয়ায়েজ আলেমের পক্ষে হাদীয়া, ও ওজরত সবই যখন জায়েজ, তখন আলেম ছাহেবের না নেওয়ার কারণ কি ? এবং মুসলমানের দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত ; এমতাবস্থায় তিনি সুন্নাত তরক করিতেছেন কেন ? আর তিনি যে দাওয়াত খাইয়া হিসাব করিয়া দাম দিলেন, ইহা কি সুন্নাতের খেলাফ নয় ? এবং দলের লোকেরা যে বলে, তিনি আল্লাহর ছাড়া কাহারও নিকট থেকে কিছু নিবেন না, উহার ভেদ কি ?

উত্তর ঃ- তাবলীগ জামাতের আলেম ছাহেব যে ওয়াজ করিয়া হাদীয়া বাবদ টাকা পয়সা নিতেছেন না এবং খানা-পিনা ও চা, পান ইত্যাদি গ্রহণ করিতেছেন না তাহা কিতাবের সম্পূর্ণ উল্টা ও খেলাফ হইলেও এক বিশেষ ওজরে ঠিকই করিতেছেন। তাহার কারণ হইল হাদীয়া না নেওয়া কিতাবের সম্পূর্ণ উল্টা হইলেও যেহেতু তিনি তাগলীগ জামাতের আলেম। তাই তাবলিগ জামাতের নিয়ম কানুন তাঁহার মানিয়া চলিতেই হইবে।

জনাব মাওলানা শামসুল হক ছাহেবের তাবলীগ কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখা আছে - ওয়ায়েজ ছাহেবের বেতন ধার্য্য করিবার বেলায় পরিস্কার কথায় উভয় পক্ষের স্বীকারোক্তি সামনে পরিস্কার হওয়া দরকার এবং ছুটি অথবা অনুপস্থিতির বেতন কাটা **না কাটা সম্বন্ধে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া** বিশেষজ্ঞগণের নির্দেশানুসারে নিয়ম ধার্য হওয়া দরকার এবং পরিস্কার ভাবে সে নিয়ম জানাইয়া স্বীকার করাইয়াও লওয়া দরকার। যাহাতে পরে কোনরূপ কলহ্ বা মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়। অর্থে কুলাইলে এইরূপ ওয়ায়েজের সঙ্গে এমন একজন সহচর বা খাদেম দেওয়া দরকার যে, হয়ত দরকার পড়িলে খানা পাকাইয়া দিবে বা বিছানাপত্র উঠাইয়া লইতে পারে।

উপরোক্ত কানুনে বুঝা যায়, সরকারী চাকুরির ওয়ালাদের মত ওয়ায়েজ ছাহেবের বেতন, খোরাক, যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি সবই নির্ধারিত থাকে। কাজেই আলেম ছাহেবের সব খরচই যখন ফান্ডের থেকে নির্ধারিত করা হইয়াছে, তখন সে পাবলিকের হাদীয়া, দাওয়াত ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া শৃঙ্খলার জন্য, এক নিয়ম কমিটি কর্তৃক স্থির করা হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত আলেম ছাহেব যে কানুন রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তাহা তিনি সততার প্রমাণ দিতেছেন।

তবে দলের লোকেরা যে বলিতেছে হুজুর, আল্লাহ ছাড়া কাহারও নিকট হইতে কিছু নিবেন না ইহা তাহাদের অজ্ঞতা বা ভন্ডামী। আর দলের লোকেরা যদি ওয়ায়েজ ছাহেবের সামনে বসিয়া উল্লিখিত ভন্ডামীর কথা বলে, আর তিনি নীরব থাকেন, তবে ওয়ায়েজ ছাহেব ও উক্ত দোষে দোষী। ইহার বিরুদ্ধে কমিটির অফিসে দরখাস্ত দিয়া জানাইয়া দেওয়া উচিত।

আর উল্লিখিত ওয়ায়েজ আলেম ছাহেব যদি উক্ত পর্যায়ের বেতন ভোগী বক্তা না হন। আর তিনি হাদীয়া গ্রহণ না করেন, মুসলমানের দাওয়াত কবুল না করেন বা মুসলমানদের চা, পান ইত্যাদি গ্রহণ না করেন বা মুসলমানের বাড়ী দাওয়াত খাইয়া অকারণে হিসাব করিয়া চাউল, মুরগী ইত্যাদির দাম দিয়া দেন তাহা হইলে তিনি যে একজন গোমরাহ ভন্ড বা ইসলামের শত্রু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু হাদীয়া কবুল না করা সুন্নাতের খেলাফ।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের বিশ্বনবী এবং ছাহাবারা হাদীয়া কবুল করিয়াছেন এবং দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কাহারও কথা শুনা যায় না যে, তাহারা মুসলমানের বাড়ী দাওয়াত খাইয়া চাউল, মুরগী ইত্যাদির দাম দিয়েছেন।

বিঃ দ্রঃ- জওয়াবে উল্লেখিত তাবলীগ জামাত এবং বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাত মূলতঃ এক নয় বরং উভয়ের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য আছে। **[প্রকাশক]**

কামেল পীরের শত্রু থাকিবে কি না ? এবং বাক যুদ্ধ বা বাহাছের উপকারীতা ও ইসলাম কায়েমের পন্থা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা

২৫। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা, যে ব্যক্তি পীর হইবেন তাঁহার কোন শত্রু থাকিতে পারে না। তিনি সকলের নিকট আদরনীয় থাকিবেন। হিন্দু-মুসলমান, নেককার-বদকার সকলেই তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিবে। তিনি কোন রকম ঝগড়া কলহ বা দলাদলি করিতে পারিবেন না। এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা একেবারে ভুল বা বিপরীত ধারণা। কারণ আল্লাহ পাক **কুরআন মজীদের ৮ম পারায় সূরা আনআ'মের ১১২ নং আয়াতে ফরমাইয়াছেনঃ-**

وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا -

অর্থাৎ ঃ- আমি প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে দুশমন পয়দা করিয়াছি। এই দুশমন হইল মানব শয়তান ও জ্বিন শয়তান। ইহারা পরস্পর নবীদের নামে মিথ্যা অপবাদ এবং কুৎসাহ গাহিতে থাকিবে।

এই আয়াতে পরিস্কার বঝা যায় যে, নবীর অবর্তমানে প্রকৃত নায়েবে নবী যিনি হইবেন তাঁহার অসংখ্য শত্রু থাকিবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা, অপবাদ ও কুৎসা গাহিতেই থাকিবে।

যেরূপ আমাদের বিশ্বনবী সকলের নিকট আদরণীয় হইতে পারেন নাই, একমাত্র খাঁটি মুসলমানেরা তাঁহার আদর করিয়াছেন। কাফের, মোশরেক ও মোনাফেকরা তাঁহার আদর করে নাই। তদ্রুপ খাঁটি পীরেরাও সকলের নিকট আদরণীয় হইতে পারেন না। একমাত্র ধর্মপ্রাণ খাঁটি মুসলমানরাই আদর করিয়া থাকেন। দুষ্ট, ফাছেক, মোনাফেকরা আদর করিতে পারে না।

হিন্দু-মুসলমান, নেককার-বদকার সব শ্রেণীর প্রশংসা প্রাপ্ত হওয়া খাঁটি পীরের ছেফাত হইতে পারে না। সুতরাং যিনি খাঁটি পীর হইবেন, তিনি একমাত্র খাঁটি মুসলমানেরই প্রশংসার পাত্র হইবেন। আর দুষ্ট, বদকার, ফাসেকেরা তাঁহার কুৎসা গাহিতেই থাকিবে।

ঝগড়া, কলহ, দলাদলি দুই প্রকার হইয়া থাকে। একঃ- দুনিয়ার উচ্চ পদ নিয়া। **দ্বিতীয়ঃ-** আখেরাত বা ধর্ম নিয়া। দুনিয়ার পদ নিয়া দলাদলি ঝগড়া, কলহ, খাঁটি মুসলমানেরা করিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম নিয়া দলাদলি, ঝগড়া-কলহ খাঁটি পীরেরা এবং খাঁটি মুসলমানেরাই করিয়া থাকেন। ইহা দোষনীয় নহে বরং উত্তম ছিফাত। এই ছিফাত যে পীরের নাই সেতো পীরই হইতে পারে না। ধর্ম নিয়া ঝগড়া এবং যুদ্ধ করিয়া বহু নবী শহীদ হইয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বনবী ২৩ বৎসর পর্যন্ত আরবের বুকে ধর্ম নিয়া ঝগড়া ও যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বদর, ওহুদ, আহজাব, খায়বর, হোনায়েন ইত্যাদি যুদ্ধে শত শত ছাহাবা শহীদ হইয়া গিয়াছেন। হযরত (ছঃ) শহীদ না হইলেও তাঁহার দান্দান মোবারক শহীদ হইয়াছিল। এমনকি ধর্মীয় যুদ্ধ হইতে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) ও বাদ পড়েন নাই।

আজকাল কতক আধুনিক শিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারা দুনিয়ার পদপ্রাপ্তির লড়াইতে দিবারাত্রি মশগুল থাকেন। এমন কি, তাহারা নামাজ, রোজার ফোরছতও পাইতেছেন না। **ইহারা যদি শুনিতে পান যে, আলেমরা মাছয়ালা নিয়া বাক-যুদ্ধ করিবে তবে তাহারা মুখে হাত দিয়া আছতাগফেরুল্লাহ পড়িয়া হয়রান হইয়া যান।**

আর কতক লোক আছেন যাহাদের কাছে ধর্মের মূল্য এক বিঘত জমির সমানও নয়। কারণ তাহারা এক বিঘত জমির ঝগড়া নিয়া চার মহাকুমা ভ্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু ধর্মীয় ঝগড়ার নাম শুনিলে চমকিয়া উঠেন। এই দুই শ্রেণীর লোকেরা ধর্মীয় ঝগড়া মহাপাপ ধারনা করেন। সত্য কথা বলিতে কি, যাহাদের ধর্ম জ্ঞান নাই তাঁহারাই ধর্মীয় ঝগড়াকে দোষণীয় মনে করে। সত্যই যদি ধর্মীয় ঝগড়া দোষনীয় হইত, তবে লক্ষাধিক পয়গম্বরেরা ধর্মীয় ঝগড়া বা ধর্মীয় যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন না।

সত্য বলিতে কি, বিধর্মী মহারাজা ইবলিশ সমস্ত জগতে অধর্মের রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। দুনিয়ার জ্বিন ও মানবদিগকে দুনিয়ার টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ, মান-মর্যাদা উচ্চ পদ রাজ সিংহাসন ইত্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া প্রায় সকলকেই খাছ মুরীদ বানাইয়া এমন কানমন্ত্র দিয়া বসিয়াছে যে, তাহারা যেন ধর্মের নাম শুনিলেই শিহ্‌রিয়া উঠে। আর বিনা যুদ্ধে যেন এক বিঘত জমিনও ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় না । সুতরাং, প্রত্যেক নবীকেই ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং বর্তমান যুগেও নায়েবে নবীদেরও ধর্ম যুদ্ধ অর্থাৎ কলম ও বাক যুদ্ধ করিতে হয়।

-ঃ বাহাছ বা বাক যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম হয় ঃ-

যে দেশে ধর্ম যুদ্ধ নাই সেদেশে ধর্মও নাই। আজ আমাদের মুসলিম সমাজে আলেমদের ধর্মীয় বাক যুদ্ধ ও কলম যুদ্ধ না থাকিলে কুরআন মজীদ সঠিক ত্রিশ পারা থাকিত না। পূর্ব জমানায় তওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় কাটা, ছাটা হইয়া যাইত।

আজ বাক যুদ্ধের অভাব বা বাক্ যুদ্ধের সৈন্যের অভাবে বহু দেশ হইতে ধর্ম বিদায় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পীরদের ধর্মীয় বাকযুদ্ধ মহান ছিফাত। এই উত্তম ছিফাত দ্বারাই ধর্ম বিস্তার এবং কায়েম হইয়া থাকে।

আমাদের ধর্ম নষ্ট করার জন্য বিধর্মী মহারাজার কত লক্ষ সৈন্য আছে তাহার খোঁজ -খবর মুছলিম ভাইগন রাখেন কি ? আমরা হাদীছে পাইয়াছি, তিন শত দলের বেশী শুধু বেদাতী ও বেআমলী মৌলবীর দল। ইহারা প্রত্যেকেই নায়েবে রাছুলদের ধর্ম বিস্তারে বাঁধা প্রদান করিয়া থাকে। এই জন্যই খাঁটি পীরদের সারা জীবন বাহাছ করিতে হয়।

-ঃ কামেল পীরের আলামত ঃ-

২৬। প্রশ্ন ঃ- কামেল পীরের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- কামেল পীর চিনিবার জন্য নিম্নলিখিত দশটি আলামত আছে- যথা-

১। তাফছীর- হাদীছ , ফেকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম হওয়া দরকার। অন্ততঃ পক্ষে মেশকাত শরীফ, জালালায়েন শরীফ অথবা এই পর্যায়ের অন্য কোন তাফ্ছীর ও হাদীছের কিতাব পুরা বুঝিয়া পড়িয়াছে এত পরিমাণ ইল্‌ম থাকা আবশ্যক।

২। আকিদা এবং আমল শরীয়তের মোয়াফেক হওয়া দরকার এবং স্বভাব চরিত্র ও অন্যান্য গুনাবলী যে রকম শরীয়তে চায় সেই রকম হওয়া দরকার।

৩। দুনিয়ার লোভ না থাকা। অর্থাৎ অবৈধ উপায়ে টাকা পয়সা ধন-দৌলত, মানসম্মান অর্জনের আকাঙ্খা না থাকা। কেননা বৈধ উপায়ে অর্থাৎ হালাল ব্যবসার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা হাদীছে ফরজ সাব্যস্ত হইয়াছে। **হালাল ব্যবসায়ের দ্বারা উপার্জিত অর্থ**

রাশিকে কুরআন মজীদের ছুরায়ে জুম'আয় আল্লাহ তায়ালার ফজল (অনুগ্রহ) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। হালাল উপার্জিত অর্থ ভক্ষণে দেলে নূর পয়দা হয়।

এমতাবস্থায় পীর সাহেব যদি বড় আলেম হন আর তিনি দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দিয়া বহু টাকা উপার্জন করেন বা হাদীয়া বাবদ বহু টাকা গ্রহণ করেন বা হালাল ব্যবসার দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন, তাহাতে আদৌ দোষ নাই।

হালাল ব্যবসার দ্বারা টাকা উপার্জন করা দোষণীয় হইলে আমাদের ইমাম আ'জম ছাহেব (রহঃ) লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়ের ব্যবসা করিতেন না এবং হযরত ওছমান (রাঃ) মস্ত বড় ধনী হইয়াও ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন না।

এক্ষেত্রে যাহারা দুনিয়ার অর্থ মতলক টাকা, পয়সা, মাল-দৌলত, সম্মান, সুযশ ইত্যাদি বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। যেমন ঃ-

جیست دنیا ازخدا غافل بودن * نی قماش ونقره وفرزند وزن

অর্থাৎ - যাহা আল্লাহর (স্বরণ) থেকে গাফেল করে উহাই দুনিয়া, লেবাছ- পোষাক, ধন - দৌলত ও আওলাদ-ফরজন্দ দুনিয়া নহে।

❑ **জনাব মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী ছাহেব তাকাশ্‌শুফ কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-**

دنیا لغة نام هی نزدیك کی جیزکا - عرفا اس حالت کانام هی جوموت سی یهلی هی - شرعا خاص اس حالت کا نام هی جو مانع عن الاخرة هی اور مجازا ان اموال وامتعه یر اطلاق کیا جاتاهی جو اس ما نعیت کی اسباب بنجائین سوجو اموال خواه ازقسم اقوال هو یاازقسم افعال واعمال یا عقائد وعلوم هو اسیطرح جواموال که اخرت کی واجب التحصیل سی مانع هو کئی وه سب دنیائی حرام ومذموم مین داخل هین اور اسکی مذموم هو نیمین کسیکو شبه نهین هوسکتا -

অর্থাৎ - দুনিয়ার আভিধানিক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, ওরফী বা প্রচলিত অর্থে মৃত্যুর পূর্বাবস্থাকে দুনিয়া কহে এবং শরীয়ত মতে এমন একটি বিশেষ অবস্থার নাম **যাহাতে আখেরাতের পথে বিঘ্ন** ঘটায় অর্থাৎ দুনিয়া ঐ সকল মাল আছবাবকে বলে, যাহা আখেরাতের কাজের প্রতিবন্ধক ও সৎপথের কন্টক স্বরূপ।

অতএব, যে সকল কাজ কর্ম, কথাবার্তা, আক্বায়েদ (ধর্ম বিশ্বাস) ইল্‌ম ও ধন সম্পদ আখেরাতের কাজের প্রতিবন্ধক উহাই হইতেছে দুনিয়া, যাহা মাজমুম ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে কাহারও মতভেদ নেই।

৪। কোন কামেল পীরের ছোহ্‌বতে থাকিয়া এছলাহে বাতেন এবং ত্বরীকত হাছেল করিয়া থাকেন।

৫। সমসাময়িক পরহেজগার মোত্তাকি আলেমগণ এবং ছুন্নাত ত্বরিকার পীরগণ তাঁহাকে ভাল বলিয়া মনে করেন। ☞[১]

☞[১] **বিঃ দ্রঃ** - যিনি ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ (অর্থাৎ এবাদত-মোয়ামালাত এবং মুহ্‌লিকাতের তা'রীফ, ছবব, আলামত, এলাজ, সহ মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা) শিক্ষা করিয়াছেন একমাত্র তাহাকেই শরীয়াতে আলেম বলে। কাজেই বর্ণিত ইল্‌ম যাহারা অর্জন করে নাই এইরূপ নাকেছ পর্যায়ের হাজারো, লাখো আলেম পীরেরা ভাল না বলিয়া বিরোধীতা করিলে তাতে কিছু আসে যায় না।

৬। দুনিয়ার অপেক্ষা দ্বীনদার লোকেরাই তাঁহার প্রতি বেশী ভক্তি রাখে।

৭। তাঁহার মুরীদদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হয় যে, তাহারা প্রাণপনে শরীয়াতের পাবন্দি করে এবং দুনিয়ার লালসা রাখে না; অর্থাৎ অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করে না বা অবৈধ উপায়ে সম্মান অর্জনের আকাঙ্খা রাখে না।

বিশেষ জরুরী ব্যাখ্যা- [প্রকাশক]

যাহারা পীর মোর্শ্বেদের কর্মসূচী আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করে না এবং পীর ছাহেবের দেওয়া শিক্ষা, শিক্ষার কেন্দ্রে যথা নিয়মে হাজির থাকিয়া তা'লীম গ্রহণ করে না, দ্বীন শিক্ষা ও কায়েমের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী মোতাবেক সময় ব্যয় করে না, আহ্বানে সঠিকভাবে সাড়া দেয়না এবং কর্মসূচী মোতাবেক মালী বন্দেগী করে না, শিক্ষা খরচ, প্রচার খরচ ও ধর্মের উপরে হামলা প্রতিরোধ ব্যাপারে খরচ করিতে রাজী হয় না, তাহাদেরকে প্রকৃত মুরীদ বা হাকিকী শিক্ষার্থী হিসেবে মনে করা মস্ত বড় গলত বা চরম ভুল হইবে। বরং যাহারা উপরোক্ত যাবতীয় কর্মসূচী আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে ও পালন করিতে রাজী থাকে একমাত্র প্রকৃত পক্ষে তাহারাই মুরীদ বা সত্যিকারে শিক্ষার্থী। এই পর্যায়ের মুরীদগণের মাধ্যমেই উপরোক্ত সাত নম্বরে লিখিত মাপ কাঠী গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় নবী রাছুলগণের উপরেও উল্টা ধারণা সৃষ্টি হইবে, আর তাতে ঈমান বরবাদ হইবে।

যেমন- এক সময় ইয়াকুব (আঃ) এর দশটি ছেলেই (যাহারা একদিকে ছিল ইয়াকুব (আঃ) এর ঔরসজাত সন্তান, আর এক দিকে ছিল তিনির উম্মাত), শয়তানের ধোকায় হিংসার বশবর্তী হইয়া হযরত ইউসুফ (আঃ) কে কুয়ার ভিতরে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধোকাবাজি করিয়া ইউসুফ (আঃ) এর জামায় দুম্বার রক্ত মাখিয়া ইয়াকুব নবী (আঃ) এর নিকট গিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যে, ইউসুফ (আঃ) কে বাঘে নিয়া গেছে এই তার রক্ত মাখা জামা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর অন্যদিকে ইউসুফ (আঃ) ও বনী ইয়ামীন মাত্র দুই ছেলেই সঠিক পথে ও ন্যায় নীতির মধ্যে ছিলেন।

অতএব, উপরোক্ত সাত নম্বরের বর্ণনা বা মাপ কাঠীর সঠিক মর্ম হইল যাহারা পীর বা মোর্শ্বেদের প্রদত্ব কারিকুলাম শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা কেন্দ্রে সঠিক নিয়মে যোগদান, ছবক আয়ত্ব করিয়া হাদী-ওস্তাদকে ছবক শুনানো, হাদী বা মোর্শ্বেদের প্রদত্ব রুটিন মতে শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী মাল ব্যয় করা ইত্যাদি সব কর্মসূচী অন্তরের সহিত পালন করিতে পূর্ণভাবে রাজী থাকে ও পূর্ণ বিশ্বাসী হয় একমাত্র তাহাদেরকেই সত্যিকারের মুরীদ বা হাকীকী শিক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করিয়া যাচাই করিতে হইবে।

৮। মনোযোগের সহিত মুরীদদের তা'লীম তলকীন করেন এবং দেলের সঙ্গে এই চান যে, তাহারা ভাল হউক, আল্লাহ ও রাছুলের আশেক হউক, প্রাণের সঙ্গে চান যে, তাঁহারা আল্লাহ্ রাছুলের পায়রবী করুক। মুরীদদের উপর তাহাদের মতামত স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেন না, তাহাদের মধ্যে যদি কোন দোষ দেখিতে বা শুনিতে পান, তবে যথারীতি তাহার সংশোধন করিয়া দেন। কাহাকেও নরমে, কাহাকেও গরমে, যে রকম মোনাছেব হয়। **[প্রকাশ থাকে যে, ইহাও একমাত্র যাহারা সত্যিকার ভাবে বিশ্বাসী তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।]**

৯। তাঁহার ছোহবতে সঠিক ভাবে বিশ্বাসের সহিত কিছু দিন যাবৎ থাকিলে দুনিয়ার মহব্বত কম হইতে থাকে এবং আল্লাহ্ ও রাছুলের মহব্বত ও আখেরাতের চিন্তা বেশী হইতে থাকে।

১০। নিজেও রীতিমত জিকির শোগল করেন, (অন্তত পক্ষে করিবার পাক্কা এরাদা রাখেন) কেননা, নিজে আমল না করিলে অন্ততঃপক্ষে আমল করিবার পাকা এরাদা না করিলে তা'লীম তাল্‌কীনে বরকত হয় না।

যাঁহার মধ্যে এই গুনগুলি আছে, তিনি একজন কামেল পীর [কছদোছ ছাবিল] প্রকাশ থাকে যে, কাশ্‌ফ ও কারামত থাকা কামেল পীর হওয়ার জন্য কোন শর্ত নয়, এবং জিকির ও তাওয়াজ্জুহ দিলে মুরীদরা একেবারে বেহুঁশ হইয়া ছটফট বা হাই পাই করিতে থাকিবে ইহাও কোন শর্ত নয়।

-ঃ ধন সম্পদ সম্পর্কে এক চরম ভুল ধারণার অবসান ঃ-

২৭। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা যে, যাঁহারা হক্কানী পীর, তাঁহারা থাকিবেন সাধারণ বেশে, পোষাকে, ফকির-দরবেশের মত বেশ ভুষা ও ধন-সম্পদ বিহীন। সুতরাং যে সকল পীর ছাহেবরা ঘোড়ায় চড়েন হাওয়াই জাহাজে উড়েন, পাল্কিতে বেড়ান, দালান-কোঠায় বসবাস করেন এবং লেবাছ-পোষাকে আমিরী দেখান ইত্যাদি জাহেরী সাজ-সজ্জায় দুনিয়াদার ও বড় লোকের ন্যায় আড়ম্বর বা জাঁকজমক করিয়া থাকেন , তাঁহারা হক্কানী বা খাঁটি পীর নহেন। যেহেতু তাঁহাদের ঐ সকল কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন কোন আলেম বলেন মাকরুহ, আর কেহ বলেন কেত'য়ী হারাম। এক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাস্য, শরামত কার্যসমূহ জায়েজ কি না জায়েজ ? উপরোল্লিখিত ছিফাতের পীর ছাহেবরা খাঁটি কি অখাঁটি ? দলীল আদিল্লাহ সহ জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ- এখানে মোটামুটি দুইটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।

যথা- ১। ঘোড়ায় চড়া, পাল্কিতে বেড়ান, দালান-কোঠায় বসবাস করা, মূল্যবান লেবাছ-পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি জাহেরী আরায়েশ ও আড়ম্বর করা জায়েজ কি না জায়েজ ?

২। উক্ত ছেফাতধারী পীর ছাহেবানরা খাঁটি কি অখাঁটি ? প্রথমোক্ত বিষয়টি জায়েজ বা না জায়েজ যাহাই প্রমাণিত হইবে, দ্বিতীয়টির হুকুমও তাহার অনুরূপ হইবে। সুতরাং জাহেরী আরায়েশ বা প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করিব।

ঘোড়ায় চড়া, পাল্কিতে উঠা, হাওয়াই জাহাজে চলা, দালান-কোঠায় বসবাস করা, মূল্যবান লেবাছ-পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি জাহেরী সাজসজ্জা ও বাহ্যিক আড়ম্বর করা, ইহার কোনটাই শরীয়ত মতে নাজায়েজ নহে। বরং সামর্থবান ব্যক্তিদের নিজ নিজ হাইছিয়াত বা অবস্থানুযায়ী চলা প্রয়োজন বলিয়া শরীয়তে বিবেচিত হইয়াছে।

ঐ সকল কার্য জায়েজ হওয়ার বহু দলীল কুরআন ও হাদীছ শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্ভবপর নহে। তবে দেওবন্দের মুফ্তীয়ে আ'জম হযরত মাওলানা শফি ছাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের আজিজুল ফাতাওয়ায় যে সকল দলীল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কতক দলীল এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। **প্রথমত -**

این زیب وزینتی است درضمن ان اظهار نعمت حضرت حق است وان هردو زینت واظهار نعمت مامور به ماذون فيه لقوله تعالى خذو زينتكم الاية ولقوله تعالى واما بنغمت ربك فحدث ومامور به قبيح نتوان شد -

অর্থাৎ - এই সকল জিনত বা সৌন্দর্যের জিনিস। উহা প্রকাশে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত প্রকাশিত হয়। আর আল্লাহপাক যাহার মধ্যে যে নেয়ামত দান করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করাও বিধেয়। **যেমন**- আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন- তোমরা নিজ নিজ জিনত বা সৌন্দয বস্তু অবলম্বন কর। **আরও বলিয়াছেন**- তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রদত্ত নেয়ামতের বর্ণনা কর।

সুতরাং, দেখা যায় আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ের হুকুম করিয়াছেন তাহা কিছুতেই নাজায়েজ হইতে পারে না।

অতএব, যে সকল আলেম বেদআত বা হারাম বলিয়া থাকেন ইহা তাঁহাদের চরম অজ্ঞতা বা হিংসা।

দ্বিতীয় ঃ- আল্লাহ পাক বলেন -

يا بنى ادم قد انزلنا عليكم (لباسين) لباسايوارى سواتكم وريشا (اى لباسا يتجملون به والريش اى الجمال انزلنا عليكم (لباسين) لباسا يوارى سواتكم ويزينكم لا ن الزينة غرض صحيح كما قال الله تعالى لتركبوها وزينة وقال لكم فيها جمال كذافى الكبير والبيضاوى والامتنان بما هو غير مشروع لا يستقيم -

অর্থাৎ - হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য দুই প্রকার লেবাছ অবতীর্ণ করিয়াছি। **যথা- ১।** লেবাছ যাহা তোমাদের ছতর ঢাকার কাজ সমাধা করে।

২। যাহা তোমাদিগকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করিয়া থাকে। অতএব, কতগুলি বস্তু যে মানবের আরোহণ কার্যে ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সৃজিত সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা আল্লাহ পাক করিয়াছেন, উহা নাজায়েজ হইতে পারে না।

তৃতীয় ঃ উল্লিখিত বস্তুসমূহ মানব জাতির উপকারের জন্য। যেমন – আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে ফরমান –

هو الذى خلق لكم مافى الارض حميعا اى لاجلكم .... والاباحة -

অর্থাৎ – "নিখিল ধরায় যাহা কিছু আছে, তাহা তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে।" সুতরাং যাহা মানবের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দ্বারা উপকার লওয়া নাজায়েজ হইতে পারে না। অধিকন্তু প্রত্যেক বস্তুরই আছল বা মূল মোবাহ ও হালাল। **[তাফছীরে কাবীর]**

চতুর্থ ঃ– পাল্কিতে ছাওয়ার হওয়া ইহাতে এক প্রকার জামাল ও জিনত বা সৌন্দর্য আছে। আর যে সৌন্দর্য সম্বন্ধে শরীয়তের কোন প্রকার নিষেধ আসে নাই, তাহা জায়েজ। **যথা– তাফছীরে আবু ছাউদে আছে –**

دليل على ان الاصل فى المطاعم والملابس وانواع التجملات الاباحة وكذا فى الكبير والبيضاوى -

অর্থাৎ – সকল প্রকার খানা-পিনা, পোষাক-পরিচ্ছেদ ও বেশ-ভূষার আছল বা মূল মোবাহও বৈধ। **[তাফছিরে কাবীর ১২ পৃষ্ঠা]**

পঞ্চম ঃ– পাল্কি, ঘোড়া ও গাধার মত ছাওয়ারী। সুতরাং ঘোড়া ও গাধার উপর ছাওয়ার হওয়া যেমন জায়েজ তদ্রুপ পালকীতে ছাওয়ার হওয়াও জায়েজ। যেমন– আল্লাহ বলিয়াছেন –

لتركبوها وزينة -

ফোকাহাদের নিকট সমস্ত চিজের আছল বা মূলনীতি হইল মোবাহ। অর্থাৎ– যে পর্যন্ত না জায়েজের দলীল স্ব-প্রমান না হইবে তাবৎ মোবাহ থাকিবে।

هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا بالجملة فى الاية - دليل على كون الاباحة اصلا فى الاشياء (تفسير احمدى)

৬ষ্ঠ ঃ– আল্লাহ বলিয়াছেন –

قل من حرم زينة الله التى (من الثياب وسائر ما يتجمل به) اخرج لعباده والطيبات من الرزق .... وبالطيب انتهى -

অর্থাৎ – পোষাক পরিচ্ছদ ও যাবতীয় সৌন্দর্যের জিনিস যাহা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের উপকারের নিমিত্ত বৈধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কে হারাম করিল ? এই আয়াতের তাফ্ছিরে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী তদীয় তাফ্ছিরে কাবীরে লিখিয়াছেন– যাবতীয় জিনিস দ্বিতীয় কওলের অন্তর্ভূক্ত সুতরাং যাবতীয় বেশভূষা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, সকল প্রকার যানবাহন ও অলঙ্কারাদি সকলই জিনাতের (সৌন্দর্যের) পর্যায়ভূক্ত এবং যাবতীয় সুস্বাদু খাদ্য ও সহধর্মীনী সহবাস ও সুগন্ধি জিনিসের সুগন্ধি উপভোগ এই সকলই তাইয়্যেবাতের মধ্যে শামিল ও জায়েজ। **[তাফ্সীরে কবীর]**

উল্লিখিত দলীলাদি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়গুলি হালাল ও জায়েজ।

প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের জওয়াব সহজেই অনুমান করা যায়। যেহেতু উপরোল্লিখিত কাজ সমূহ যখন হালাল বা জায়েজ বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন যে সকল লোক উহা অবলম্বন করেন, তাঁহারা অপরাধী হওয়ার কোন কারণ বা যুক্তি নাই।

উপরন্তু জাহেরী ও বাতেনী উভয় (ফিকাহ, তাছাওউফ ও প্রশ্নে উল্লেখিত সৌন্দর্যের অধিকারী) গুনে গুনান্নিত এবং কিতাবী শর্তবিশিষ্ট পীর ছাহেবান নূরুন আলা নূর (সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্তবা বিশিষ্ট) হিসাবে সকলের কাছে সমাদৃত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের "অক্কয়াত" (মহাত্ম ও সম্মান) জন সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। সে জন্য তাঁহাদের হেদায়েতের বাণী লোকের মধ্যে বিশেষ ভাবে তাছির ও প্রভাব বিস্তার করে।

আল্লাহতায়ালা সকল মানুষকে স্বীয় ছিরাতুল মোস্তাকিমে চালাইয়া ইহ-পরকালের ভালাই এনায়েত করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!